মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র
স্থান ঃ বিবেক নিকেতন,
সামালি
পোঃ ন'হাজারি,
থানা ঃ বিষ্ণুপুর,
জেলা ঃ দঃ ২৪ পরগনা
ফোন ঃ ৮০১৩৫২৩০৯৫

www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

সাপ্তাহিক
আলিপুর বার্তা

কলকাতাঃ৪৮ বর্ষ,৪০ সংখ্যা, ৯ শ্রাবণ–১৫ শ্রাবণ,১৪২১ঃ ২৬ জুলাই–১ আগস্ট,২০১৪, Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.40, 26 July-1 August, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

TOUR THE UNIQUE
(GOVT. REGD.) TOUR & TRAVELLERS
(L.T.C. / L.F.C. & Insurance Facility)
Organise of Package Tour, Hotel Booking,
Any Gr. Tour, Air / Rly. E-Ticketing,
Luxury Car / Bus & Other Services
(All over India & Overseas)
পূজা ও শীতাকালীন বুকিং শুরু হয়ে গেছে : লে-লাদাখ, কাশ্মীর, রাজস্থান, অরুণাচল, কিন্নর-কল্পা, দার্জিলিং-গাংটক, ডুয়ার্স, নেপাল, ভুটান, দঃ ভারত, উঃ ভারত, মধ্যপ্রদেশ ও বাংলাদেশ সহ অন্যান্য স্থান।
Mob.: 9477093885 / 9051935737
E-mail : theuniquetourtravellers@yahoo.com

হাওড়া স্টেশন কি এবার চোরাচালান চক্রের নজরে?

অভিজিৎ হাজরা • হাওড়া

হাওড়া স্টেশন এং তার লাগোয়া এলাকা কি ক্রমশই চোরাচালান চক্রের ট্রানজিট রুট হয়ে উঠছে? বিভিন্ন ঘটনা সেই দিকেই পুলিশের নজর কাড়ছে। সেই মতো বিশেষ নজরদারি সহ অতিরিক্ত সতর্কতা নিতে চলেছে হাওড়া সিটি পুলিশ এবং হাওড়া জেলা পুলিশ। গোলাবাড়ি থানার পুলিশ গত ২০১৩'র ডিসেম্বরে হাওড়া স্টেশন লাগোয়া দিঘা বাস স্ট্যান্ডের কাছ থেকে প্রায় ৫–৬ কেজি বেআইনি রূপো সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছিল। এই সব রূপোর গহনার কোনও বৈধ কাগজপত্র ছিল না। পূর্ব মেদিনীপুর থেকে কলকাতার বড় বাজারে যাচ্ছিল এই সব রূপার গহনা, রূপোর বাট। এরপর ২০১৪'র ২৯ মার্চ হাওড়া স্টেশনের ১০ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে লক্ষ্মীনারায়ণ প্রসাদ (৪৮) এবং চন্দন কুমার (২৬) নামে ২ সোনা পাচারকারীকে গ্রেফতার করে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স। ২ কেজি ৯৯ গ্রাম ওজনের ১৮টি সোনার বিস্কুট তাদের তল্লাশি করে পাওয়া যায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়টি হল সব বিস্কুটগুলির উপর সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর ছাপ মারা ছিল। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে বিস্কুটগুলি দুবাইয়ে তৈরি। অর্থাৎ এগুলি বিদেশ থেকে পাচার হয়ে এসেছে। জেরায় ২ পাচারকারী পুলিশকে জানিয়েছে, কলকাতার বড় বাজারের সোনাপট্টির এক দোকান থেকে তারা এই বিস্কুটগুলি সংগ্রহ করে বিহারের ছাপড়ার এক সোনার দোকান মালিককে দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। হাওড়া থেকে বিভূতি এক্সপ্রেসে করে তাদের পাটনা যাবার কথা ছিল। সেখানে থেকে ভাড়া গাড়িতে ছাপড়া যাবার পরিকল্পনা ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুল্ক দফতর ও আরপিএফ হাওড়া স্টেশন থেকেই তাদের পাকড়াও করে। পুলিশ জানিয়েছেন, ধৃতদের কাছে সোনা কেনা বা বহনের কোনও বৈধ কাগজ ছিল না। শুধু তাইই নয় যেভাবে সোনার বিস্কুটগুলি পাচার করা হচ্ছিল তা অভিনব ঠেকেছে রেল পুলিশের গোয়েন্দাদের। কোমরের বেল্ট বাঁধার ফোল্ডারের ভিতরের ভাঁজ কার্বন পেপারে মুড়ে বিস্কুটগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কেন এমন প্রচেষ্টা? আরপিএফের পার্সেল বিভাগের ইন্সপেক্টর সুমন চৌধুরী জানান, প্রথম কথা কোমরের কাপড়ের ফোল্ডের ভিতর রেখে উপরে মোটা বেল্ট বাঁধলে সহজে কারোরই কোনও সন্দেহ হবে না। অথচ জিনিসটা অনেক সুরক্ষিত থাকবে। আর কার্বন পেপারে মুড়ে রাখার ফলে স্ক্যানার মেশিনে ধরাও পড়বে না। পুলিশি জেরায় লক্ষ্মীনারায়ণ এবং চন্দন কুমার জানিয়েছে, তারা ক্যারিয়ারের কাজ করে। এর জন্য তাদের প্রতি ট্রিপ

এরপর পাঁচের পাতায়

চোরাচালানের ত্রিফলা

- ডাউন জামালপুর এক্সপ্রেস থেকে চোরাই আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার
- স্টেশন লাগোয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে বেআইনি রুপো উদ্ধার
- ১০ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে উদ্ধার ১৮টি সোনার বিস্কুট

ক্ষতিপূরণের টাকা না পেলে বাঁধের জমি দিতে রাজি নয় সুন্দরবনবাসী

মেহবুব গাজী • ডায়মন্ড হারবার

এবার জমির সমস্যায় আটকে যেতে বসেছে সুন্দরবনের নতুন বাঁধ তৈরির কাজ। বৃহস্পতিবার সেচ মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জি সাগর ও নামখানার একাধিক ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শনে গেলে জমি নিতে নারাজ বলে জানিয়ে দেন দুর্গত এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ। তবে সেচ মন্ত্রী বাসিন্দাদের দাবি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি জনস্বার্থে বাঁধ তৈরির জন্য জমি দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। মন্ত্রী'র সঙ্গে ছিলেন সুন্দবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা, জেলাশাসক শান্তনু বসু। সম্প্রতি কোটালের জলে প্লাবিত হয় সুন্দরবনের সাগর, নামখানার একাধিক গ্রাম। জলবন্দী হয়ে পড়ে দশ হাজারের বেশি মানুষ। একাধিক ত্রাণ শিবিরে ছিলেন দুর্গত মানুষেরা। মন্ত্রী, সাংসদদের কাছে স্থায়ী বাঁধ তৈরির দাবি করেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিন সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ কাকদ্বীপের লট নম্বর ৮ থেকে লঞ্চে করে জলপথে বাঁধ দেখতে বের হন। প্রথমে যান ঘোড়ামারা দ্বীপ পরিদর্শন করেন। খারাপ আবহাওয়ার জন্য এখানে নামতে পারেননি মন্ত্রী। এরপর পরিদর্শন করেন কচুবেড়িয়া, মুড়িগঙ্গা ও সুমতিনগর। এর মধ্যে সুমতিনগররের মৃত্যুঞ্জয়নগরে একট নির্মীয়মান আইলা বাঁধ দেখতে নামেন মন্ত্রী। এখানে বাঁধের ওপর বসবাসকারী প্রায় শতাধিক বাসিন্দা উপস্থিত ছিলেন। এখানে বাঁধের পাশাপাশি রিং বাঁধ তৈরির জন্য জমির প্রয়োজন। এখানে জমির ওপর বসবাসকারী মুকুন্দ গিরি, চিত্তরঞ্জন গিরি, অনিমা মাইতিরা মন্ত্রীর কাছে দাবি করেন, আমরা এর আগে তিন বার জমি দিয়েছি। কোনও টাকা পায়নি। এখন এই জমিটুকু সম্বল। এই জমি ছেড়ে দিলে ছেলেপুলে নিয়ে যাব কোথায়? আমাদের অন্য জায়গায় জমি দিক সরকার। পাশাপাশি জমির জন্য নায্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

চিরকালই বিরোধিতা হোঁচট খায় আশঙ্কার পাথরে

অরূপ সরকার

রাজার পরিবর্তন হয়, রাজপাটের ভৌগোলিক সীমানার দিক পাল্টায় কিন্তু রাষ্ট্রের বিরোধিতা কোনও পরিস্থিতিতেই সহ্য করতে পারে না কোনও রাজা বা সরকার। কালে কালে তেমন ঘটনাই ঘটে এসেছে। যার সর্বশেষ উদাহরণ সম্ভবত তথ্যচিত্র 'ইন দিনো মুজাফফরনগর'।

উত্তরপ্রদেশে মুজফফরনগরে যে দাঙ্গা হয় সেই বিষয়বস্তু নিয়েই তৈরি হয়েছিল তথ্যচিত্র। অবনীন্দ্র সভাঘরে এই তথ্যচিত্রটির প্রদর্শন হওয়ার কথা ছিল। তথ্যচিত্রটির পরিচালক মীরা চৌধুরী ও শুভ্রজিৎ চক্রবর্তীর দাবি, অবনীন্দ্র সভাঘরে প্রাথমিকভাবে তথ্যচিত্রটি একটি বিশেষ প্রদর্শনের অনুমতি দিয়েছিলেন সভাঘরের কার্যকরী সভাপতি ও বিশিষ্ট চিত্রকর যোগেন চৌধুরী। এমনকী লিখিত অনুমতিও মিলেছিল তথ্যচিত্রটির ঘরোয়া প্রদর্শনের জন্য। কিন্তু, প্রদর্শনীর দিনই বাধ সাধল সভাঘর কর্তৃপক্ষ। দেখানো গেল না মুজফফরনগরের বাস্তবচিত্র।

এই ঘটনায় শোরগোল পড়েছে সাংস্কৃতিক মহলে। শর্টফিল্ম নির্মাতা ও 'বাইসাইকেল কিক'–র পরিচালক দেবাশিস সেনশর্মা বিষয়টি শোনার পর নিজের প্রতিক্রিয়াতে জানান, সব ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপের বিষয়টিই গন্ডগোলের। কাজ করতে গিয়ে এরকম পরিস্থিতিতে অনেকবার পড়তে হয়েছে। সুতরাং এরকম ঘটনা নতুন কিছু নয়। পাশাপাশি যে সংগঠনের পক্ষ থেকে এই তথ্যচিত্রটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তার অন্যতম কর্ণধার তথা একাধিক তথ্যছবির পরিচালক সৌমিত্র দস্তিদার জানান, সেন্সর সার্টিফিকেট পাওয়া সত্ত্বেও ছবিটি দেখানো গেল না। পরিবর্তনের পরেও কিছুই পাল্টায়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পূর্ববর্তী বাম আমলেও নন্দনে অন্তত তিনটি ছবির প্রদর্শন মাঝ পথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সরকারি আপত্তির কারণে। তবে ঘোর তৃণমূলের আমলে এই ধরনের ছবি প্রদর্শনকে ঘিরে যেসব ওজোর আপত্তি উঠে এসেছে তার থেকে কোনও অংশে কম যায় না ৩৪ বছরের বাম জমানা। সেই সময়তে বেশ কয়েকটি ছবি এবং নাটক প্রদর্শনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে নিজেদের সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল তৎকালীন বাম সরকার। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে কমরেড লেনিনের জীবন অবলম্বনে রচিত সিনেমা 'টরাস'–এর কথা। এই ছবিতে নাকি মার্কসবাদ–লেনিনবাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখানো হয়েছে এই অজুহাতে কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ঠাঁই মেলেনি এই রাশিয়ান ছবিটির। এতটাই 'গণতান্ত্রিক' মনোভাবাপন্ন ছিল তৎকালীন কমিউনিস্ট সরকার। একইভাবে ২০০৫ সালে নবারুণ ভট্টাচার্যের লেখা উপন্যাস হারবার্ট নিয়ে একই নামে যখন পরিচালক সুমন মুখোপাধ্যায় ছবি তৈরি করেন, তাও অজ্ঞাত কারণে আটকে দেয় বাম সরকার। এই ছবিতে মূলত উগ্র বামপন্থাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। এই অপরাধেই বন্ধ করে দেওয়া হয় ছবিটির প্রদর্শন। ফাঁসুড়ে নাটা মল্লিকের জীবনী নিয়ে তৈরি হওয়া অপর একটি চিত্রনাট্য 'হ্যাংম্যান' শুধুমাত্র নিজের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে বন্ধ করে দেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। শোনা যায়, নন্দনে সান্ধ্যকালীন ভ্রমণের সময় হঠাৎ করে বুদ্ধবাবুর নজরে পড়ে নন্দন চত্বরে এই ছবির পোস্টার। তৎক্ষণাৎ তা দেখানো বন্ধ করার নির্দেশ দেন তিনি। এরপরেও শাঁওলী মিত্রের 'পশুখামার' নাটকটি যখন উত্তরবঙ্গে অভিনয়ের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় তা বলপূর্বকভাবে আটকে দেয় প্রশাসন। হেনস্থা করা হয় অর্পিতা ঘোষসহ নাট্যকর্মীদের। বাম জমানার গোড়ার দিকে বিভাস চক্রবর্তীর অন্য থিয়েটারের অদ্ভুত আঁধার নাটকটিও আটকে দিয়েছিল জ্যোতিবাবুর সরকার। সেই পরম্পরা অব্যাহত রেখেছে বর্তমান প্রশাসনও। এখনও সরকারের বিরুদ্ধে কোনওরকম ষড়যন্ত্রের আঁচ যদি চিত্রনাট্যে লক্ষ করেন এখানকার কর্তাব্যক্তিরা সঙ্গে সঙ্গে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। যেভাবে রুখে দেওয়া হল সেন্সরবোর্ডের ছাড়পত্র পাওয়া তথ্যচিত্রটি।

এনসেফেলাইটিসের আক্রমণে দিশেহারা রাজ্য, হোমিওপ্যাথির বিধান চিকিৎসকের

পার্থসারথি গুহ

উত্তরবঙ্গকে বঞ্চনা করা হবে না কোনওভাবেই। তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রতিশ্রুতির কথা এখনও বোধহয় ভোলেনি পাহাড়, জঙ্গল এবং প্রাকৃতিক নৈস্বর্গে ভরে থাকা তরাই–ডুয়ার্স। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর একাধিকবার উত্তরবঙ্গে এসেছেন তিনি। কিন্তু তাও এখানকার খোলনলচে কিছুই পাল্টায়নি। বাম–আমলের দুয়োরাণী উত্তরবঙ্গ আছে সেই একই জায়গাতে। এর জ্বলজ্যান্ত নিদর্শন জাপানি এনসেফেলাইটিসের মহামারির রূপ ধারণ করা। যার জেরে ডুয়ার্স সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে রীতিমতো মৃত্যুর মিছিল। এখনও পর্যন্ত কোচবিহার আলপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলাতেই প্রায় শতাধিক মানুষ মারা গিয়েছেন এই ভয়াবহ রোগে। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও ছড়িয়েছে সংক্রমণ। এর মধ্যে আবার বাড়ছে উত্তরের এই মহামারীর 'দক্ষিণে আগমনের আশঙ্কা। এখনই কোনও পরিস্থিতি তৈরি না হলেও যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে তৈরি হচ্ছে সল্টলেকের ঝাঁ–চকচকে স্বাস্থ্য দফতর, কলকাতা পুরসভাও এনসেফেলাইটিস রুখতে আগাম টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে। কিউলেক্স বিষনোই প্রজাতির মশা মারতে দেরিতে হলেও কামান দাগতে চাইছে রাজ্য। অথচ প্রশ্ন উঠছে এই সতর্কতাগুলি কী আগে নেওয়া যেত না। স্বাস্থ্য দফতর থেকে দায়সারাভাবে বেরিয়ে আসছে এমন কথা যে, এবার যা হয়ে গিয়েছে তার থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা হবে। কলকাতা শহরে যখন ডেঙ্গু কিংবা ম্যালেরিয়া সাংঘাতিক ভাবে হানা দিয়েছে তখনও বিস্তর রাজনৈতিক চাপানউতোর দেখেছি আমরা। কিন্তু শহর কলকাতায় এইসব রোগের বিরুদ্ধে সতর্কতা এবং ব্যবস্থা নিতেও কালক্ষেপ করেনি পুরসভা। তাহলে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার কিংবা জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স সংলগ্ন কালচিনি, নাগরাকাটা, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ির ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট পুরসভা বা পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ হাত গুটিয়ে বসে থাকল কেন? মুখ্যমন্ত্রীর দফতর যেহেতু কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী হাওড়ায় তাই যাবতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা কী শুধু এখানকার জন্যই। উত্তরবঙ্গের এই মানুষগুলির কথা কেউ একটু ভাবলও না। গত ২১ জুলাই ধর্মতলায় তৃণমূল সুপ্রিমোর সভায় উপচে পড়া ভিড়ের একটা বড় অংশ কিন্তু উত্তর থেকেই এসেছিল। রায়গঞ্জে এই বিরোধিতা করা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন যজ্ঞে সাড়া দিয়েছিলেন তরাই–ডুয়ার্সের অগণিত মানুষ। তার পরিবর্তে মহামারীর প্রাবল্য আর মৃত্যু মিছিল দেখেও দিন কাটাতে হচ্ছে তাদের। মুখ্যমন্ত্রী তো বটেই তিনি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীও। ক্ষমতায় এসে স্বাস্থ্যের হাল ফেরাতে হাসপাতালে ঝটিকা পরিদর্শন, ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান তৈরি অনেক কিছু করেছেন মমতা। কিন্তু জাপানি এনসেফেলাইটিসের বিষবাষ্প থেকে উত্তরবঙ্গকে উদ্ধার করার দিকেও নজর দেওয়া উচিত ছিল। আজ উত্তরের যে বিপদ আগামী দিনে তা দক্ষিণবঙ্গে আক্রমণ হানতেই পারে।

বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম কিন্তু এই রোগের চারণভূমি। অতীতে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ বিজয় মুখোপাধ্যায় দাপটের সঙ্গে এই রোগের মোকাবিলা করেছেন। তিনি এখন কাটিহারে। তার সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত রাজ্যের। পরামর্শ নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। দক্ষিণবঙ্গে জাপানি হানা এড়াতে অ্যালোপ্যাথির পাশাপাশি হোমিওপ্যাথের সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে প্রয়োজনমতো। বিশিষ্ট চিকিৎসক প্রয়াত ভোলানাথ চক্রবর্তীর সুযোগ্য সন্তান ডাঃ রথীন চক্রবর্তীর পরামর্শ এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রথীনবাবু আবার হাওড়া শহরের মেয়রও। দক্ষতার সঙ্গে সামলাচ্ছেন পুর–পরিষেবার কাজ। ডাক্তারবাবুর ফরমান হল এনসেফেলাইটিসের থাবা এড়াতে রোজ সকালে একবার করে 'বেলেডোনা–২০০'–র ৬–৭টি গ্লোবিউলস মুখে পোরা উচিত মানুষের। তাহলে তাদের শরীরে এই ভয়াবহ এনসেফেলাইটিসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মাবে। স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিন এনসেফেলাইটিস প্রতিরোধে 'বেলেডোনা'র গুণের কথা স্বীকার করেছে বলে রথীনবাবু জানান। শহরের অপর বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার অন্যতম নাম ডাক্তার সুব্রত মৈত্র আবার এনসেফেলাইটিসের চিকিৎসায় সহায়ক চিকিৎসা বা সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্টের ওপর জোর দিচ্ছেন। একই সঙ্গে কিউলিক্স মশার প্রজনন রুখতে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলছেন তিনি। ডাক্তার মৈত্র আরও একটি বিষয় আমাদের গোচরে এনেছেন। তা হল 'হারপিস' থেকেও নাকি এনসেফেলাইটিস ছড়াতে পারে। তাই অনেক ক্ষেত্রে হারপিসের ওষুধ এই রোগে কাজ দিতে পারে।

কোনও দুর্ঘটনা বা আপদ বিপদ ঘটলে পুলিশ যেরকম দেরিতে আসে তেমনই এনসেফেলাইটিস মহামারীর আকার ধারণ করার বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ করেই নড়েচড়ে বসেছে সরকার তথা রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

এই তৎপরতা যদি কিছুদিন আগে দেখানো যেত তবে হয়তো এতগুলি প্রাণ এভাবে চলে যেত না।

আতস কাঁচে

ডানলপ রইল সেই তিমিরেই

কাজ হারানো শ্রমিকরা ন্যায্য প্রাপ্যের আশায় এখন 'একলা চলোর' মতোই ছ'বছর ধরে ধর্না মঞ্চ চালিয়ে যাচ্ছেন। এর মধ্যে ধর্না মঞ্চের কয়েকজন শ্রমিক মারা গিয়েছেন।

বিস্তারিত তিনের পাতায়

শুরু হয়েছে ঠাণ্ডা যুদ্ধ

মালেশিয়ার এই বিমানে যে ভয়াবহ ক্ষেপনাস্ত্র দাগা হয়েছিল তাতে রাশিয়ার ছাপ স্পষ্ট। বোঝাই যাচ্ছে রুশ মদত ছাড়া এ ধরনের হামলা সম্ভব নয়।

বিস্তারিত চারের পাতায়

মহানায়ক উত্তমকুমারের স্মৃতিচারণে অভিনেতা ডঃ শঙ্কর ঘোষ

বিস্তারিত ছ'য়ের পাতায়

শেয়ারের দাম ওঠা–পড়ার নেপথ্য কারণ

শুদ্ধাশিস গুহ

শেয়ার বাজারে মাঝে মধ্যেই লক্ষ্য করা যায় কিছু দ্রব্যের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। একইভাবে বেশ কয়েকটি শেয়ারের গ্রাফে আমরা পতনও লক্ষ্য করি অস্বাভাবিক ভাবে। এই বাড়া–কমার উত্তেজনা নিয়েই শেয়ার বাজার আলোড়িত হয়। তাতে যেমন ভারতীয় শেয়ার বাজার প্রভাবিত হয় তেমনই আবার বিদেশের বাজারেও উত্থান পতনের এই ছন্দ পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় দেখা যায় বাজারে অন্য শেয়ারের দাম পড়তে দেখে ভয় পেয়ে হাতে থাকা ভালো শেয়ারও অনেকে বিক্রি করে দেন। অনুরূপভাবে এটাও লক্ষ্য করা গিয়েছে বাজারে বৃদ্ধির হালচাল দেখে অনেকে ভুল করে আজে বাজে শেয়ার কিনে বসেন। যার পরিণতি হয় মারাত্মক। তখন কার্যত 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা হয় এই লগ্নীকারীদের।

এখন দেখে নেওয়া যাক, কোনও শেয়ারের দাম কেনই বা বাড়ে আবার পতনের মুখে যায়। এর প্রেক্ষাপট বিচার করতে গেলে অনেক গভীরে যেতে হবে। যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কোনও একটি দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক পালাবদল থেকে আকস্মিক ঘটে যাওয়া কোনও কাণ্ড। এর জেরে বিস্তর প্রভাব পড়ে শেয়ার বাজারে। কখনও দেখা যায় কোনও একটি ব্যাঙ্কিং শেয়ার সম্পর্কে গুজব বা নেতিবাচক খবর ছড়িয়ে পড়লে আর পাঁচটা ব্যাঙ্কের শেয়ারও হু হু করে পড়তে শুরু করে। একই কথা প্রযোজ্য অন্যান্য সেক্টর সম্পর্কেও। বিশদে বলতে গেলে দেখা যায়, যদি সরকার কোনও একটি ক্ষেত্রে সুযোগ–সুবিধা দিতে থাকেন, তখন ওই সেক্টর সংক্রান্ত প্রতিটি শেয়ারের দামেই উত্থান লক্ষ্য করা যায়। একইভাবে কোনও একটি ক্ষেত্রে যদি সরকার বিরূপ কিছু সিদ্ধান্ত নেয় তার প্রভাবে ওই সংক্রান্ত সব শেয়ারের দাম রসাতলে তলিয়ে যায়।

ধরা যাক, এবছর ভালো বৃষ্টি হল না দেশে। তা হলে দেখা যায় এমতাবস্থায় কৃষি সংক্রান্ত যেসব শেয়ার বাজারে লিস্টেড রয়েছে তাদের দামে ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়ে। কৃষির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত অন্যান্য দ্রব্যের দামেও তখন অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়। আবার যদি কোনও বছর দেশে শিল্পোৎপাদন খুব ভালো রকম হয় তাহলে আবার পুরো বাজারেই ইতিবাচক ছবি উপস্থাপিত হয়। এখন যেহেতু আমরা একটা বিশ্বায়নের দুনিয়ায় বসবাস করি সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ইরাকে বা আফ্রিকায় কোনও খারাপ ঘটনা বা বিস্ফোরণ ঘটলে ভারতের কিংবা অন্য দেশের শেয়ার বাজারেও ঝটকা নেমে আসে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সম্প্রতি ইজরায়েল যেভাবে গাঁজায় দখলকারী প্যালেস্টাইনদের হঠাতে হিংস্র ভূমিকা নিয়ে সামরিক অভিযান চালাচ্ছে সেদিকেও কিন্তু কড়া নজর রয়েছে পুরো বিশ্বের শেয়ার বাজারের। একইভাবে সাদ্দাম হোসেনের আমলে অস্থির ইরাক, তাদের কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জোড়া টাওয়ারে সন্ত্রাসবাদী হামলা, ভারতের মুম্বইতে তাজ হোটেলে জঙ্গী আক্রমণ ইত্যাদি ঘটনার প্রভাবে নানাভাবে আন্দোলিত হয়েছে শেয়ার বিশ্ব। ভারতেও বহুবার সন্ত্রাসবাদী হামলার পর শেয়ার বাজারে রীতিমতো ধস নামতে গিয়েছে। শেয়ার বাজারের ভাষায় 'সেলিং ফ্রিজ' মেরেছে তা। কখনও কখনও তা আবার এতটাই খারাপ জায়গায় গিয়েছে যে, একবার 'সেলিং ফ্রিজ' মারার অব্যাবহিত পরে আবারও একইভাবে বন্ধ হয়েছে বাজার। বহুবার এই ধরনের খারাপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে ভারতীয় অর্থনৈতিক বাজার। যাকে বিশেষজ্ঞরা বাজারের পতন বলে অভিহিত করে থাকেন। এই তো কিছু দিন আগেই আমরা লক্ষ্য করেছি বিশ্বজোড়া 'রিসেশন' বা আর্থিক মন্দা। মার্কিন মুলুকে ব্যাঙ্ক ভরাডুবির ঘটনায় নড়ে গিয়েছিল পুরো বিশ্বের অর্থনীতি। এখনও যার কুপ্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি অর্থনৈতিক দুনিয়া। তবে এটা ঠিক আগের থেকে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। এর উদাহরণ হিসেবে এখনকার বাজারে ন্যাসড্যাক–ডাও জোন্স কিংবা ভারতের নিফটি–সেনসেক্সের দিকে চোখ মেললেই বোঝা যাবে। ভারতে এখন চলছে মোদির প্রভাব। তার জেরে ক্রমশ বেড়েই চলেছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। বস্তুত

এই মুহূর্তে ভারতীয় বাজার রয়েছে সর্বকালীন শীর্ষে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন বড় কোনও বিপদ না আসলে ভারতীয় বাজারের এই উর্ধ্ব গতি বজায় থাকবে। এমন কী অত্যুৎসাহী কোনও কোনও লগ্নীকারী এও দাবি করছেন যে আগামী দিনে ভারতীয় নিফটি ১০ হাজারের মাইল স্টোন ছুঁয়ে ফেলতে পারে। বাজার যেভাবে এগোচ্ছে তাতে একথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে এই মুহূর্তে বাজারে কেনাকাটা করার আগে সতর্কতা আবশ্যিক। এ সময় অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেকেই ভুল–ভাল শেয়ার কিনে বসেন। এমন করলে কিন্তু কপালে দুঃখ রয়েছে। এই মত পোষণ করেন এই বাজার সম্পর্কে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থাকা মানুষরা। এই ভালো সময়ই মানুষ খারাপ শেয়ার কিনে আটকে যেতে পারেন। যার জেরে ভবিষ্যতে কপাল চাপড়ানো ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। শেয়ার বাড়ার কারণ হিসেবে অনেক উপাদানই সামনে আসে। তার মধ্যে এবারের মোদি সরকারের ব্যাপক জয় নিশ্চয়ই একটা বড় কারণ। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে ২০০৯ সালে কেন্দ্রে যখন দ্বিতীয়বারের জন্য মনমোহন সিংয়ের সরকার ইউপিএ–২ গঠন করেন তখন কিন্তু ভারতীয় বাজার এক দিনে সর্বাধিক পরিমাণ উচ্চতায় উঠেছিল। ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে সেটি একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে। সেদিন ভারতীয় বাজার এক লাফে প্রায় হাজার পয়েন্টের বেশি বেড়ে গিয়েছিল। শেয়ার বাজারের ভাষায় বলতে গেলে ওই দিন 'ডবল বাইং ফ্রিজ' মেরেছিল নিফটি এবং সেনসেক্স। এবারের উত্থানের থেকেও সেই উন্নতির পারদ আরও চড়া ছিল। এখন অবশ্য বাজারে বেশ সুদিন। অন্তত সাদা চোখে দেখলে তাই মনে হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সাবধানবাণী শুনিয়ে রাখছেন যে, আবেগে ভেসে লগ্নীকারী যেন নিজেকে খারাপ অবস্থায় নিয়ে না যায়। অতীতেও বহুবার দেখা গিয়েছে এই ধরনের ভালো সময় মানুষ ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন। এমন কী ভালো দাম পেয়েও হাতের শেয়ার যারা এখন বিক্রি করছেন না তাদের ভেবে দেখা উচিত। কখন আবার কোনও ঝড় উঠলে বাজারে পতন দেখা যেতেই পারে। একইভাবে বাজারের খুব খারাপ সময় হুট–হাট করে হাতের ভালো শেয়ার বিক্রি করাটাও ভুল। বরং অপেক্ষা করা উচিত সুদিন আসার জন্য। তবেই ঘুরে যেতে পারে লগ্নীকারীর ভাগ্য। পরিষ্কার করে বলতে গেলে এটাই উঠে আসে তা হল, এই বাজারে যতটা সম্ভব আবেগ সংবরণ করতে পারলে তবেই ফায়দায় থাকবেন। আর আবেগের তোড়ে ভেসে গেলে সর্বস্বান্ত হওয়ার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। ভারতীয় শেয়ার বাজার বলে নয়, সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক হালহকিকতের দিকে তাকালে এটাই বোঝা যায়। দাম বাড়া বা কমার সঙ্গে আরও একটি বিষয়ের বড় যোগ রয়েছে। তা হল, কোনও স্ক্যাম বা কেলেঙ্কারির প্রভাব। যার জেরে রীতিমতো কোণঠাসা হয়ে পড়ে শেয়ারগুলি। ভারতের দিকে তাকালে এরকম অনেক ছবি চোখে পড়বে। হর্ষদ মেহেতা, কেতন পারেখদের আমলে বাজারে ভরাডুবির পেছনে এরা বেশ ভালোমতো জড়িয়ে গিয়েছিলেন।

নিশ্চিত চাকরি পেতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মমুখী কোর্স

আজকের যুগে পরিবেশ বান্ধব প্রাকৃতিক তন্তু হিসাবে বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্রে পাটের ব্যবহার ও প্রয়োগ বাড়ছে। অনন্য বহুমুখের জন্য পাটকে 'ভবিষ্যতের তন্তু' বলা হচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাটের উপযোগিতার জন্য পাটশিল্পের প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে।

শিল্পের বাজার ও চাহিদা : পাটজাত সামগ্রীর বাজার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক। অভ্যন্তরীণ (ডোমেস্টিক) ক্ষেত্রে ভারতে পাটজাত সামগ্রীর চাহিদা বছরে ৯ লাখ মেট্রিক টন। এর মধ্যে ৭০ শতাংশ চাহিদা রয়েছে চট, বস্তা ও নন–ওভেন ম্যাটের। ১৫ শতাংশ চাহিদা আছে বৈচিত্র্যময় পাটসামগ্রীর। সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাট ও পাটজাত সামগ্রী তৈরি হয় পশ্চিমবঙ্গে।

নেতিবাচক প্রচার ও প্রকৃত তথ্য : পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও দার্জিলিং জেলা বাদে অন্য সব জেলাতে পাটের চাষ হয়। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে আছে ৫৭টি চটকল আর অন্ধ্রপ্রদেশে আছে ১৪টি পাটকল। চটকলের বিভিন্ন ক্ষেত্র ছাড়াও এখন পাটশিল্পের গবেষণা, প্রসার ও প্রযুক্তিক্ষেত্র আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের কাজের সুযোগ আর চাহিদা বাড়ছে। ফলে পাটশিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমছে, এই ধারণা সঠিক নয়। আসলে একটি বিশেষ ঋতুতে পাটের উৎপাদন কমে গেলে চটকল মালিকরা অনেক সময়ে ইচ্ছাকৃতভাবে চটকলে কর্মবিরতি কিংবা সংস্থাকে রুগ্নশিল্প হিসাবে ঘোষণা করেন। সেজন্য পাটশিল্পের কর্মসংস্থান সম্পর্কে একটা নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে।

পাটের ব্যবহার ও বৈচিত্র্যকরণ : চাষিরা পাট বিক্রি করেন বিভিন্ন চটকলে। এখানে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে পাটকে প্রক্রিয়াকরণ করে সুতো ও পাটজাত বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করা হয়। পাটজাত সামগ্রী বলতে এখন আর শুধুমাত্র চট ও বস্তা বোঝায় না। পাট থেকে একদিকে যেমন তৈরি হয় পাটজাত সজ্জা সামগ্রী, কার্পেট, খেলনা, উপকার সামগ্রী, তেমনি এখন পাট দিয়ে তৈরি হয় পোশাক, আসবাবপত্র, কম্বল ও গাড়ির সিট। পাটজাত সামগ্রীর ব্যবহার হয় রাস্তা তৈরি, গঙ্গার ভাঙন রোধে বাঁধ তৈরিতে, কৃষিক্ষেত্রে ও বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে। আরও নতুন নানান ক্ষেত্রে পাটের ব্যবহার নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষা চলছে।

পাট প্রযুক্তির ট্রেনিং : পাটজাত পণ্য নিয়ে গবেষণার প্রতিষ্ঠান যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ অন জুট অ্যালায়েড ফাইবার টেকনোলজি (নিরজাফট)' তেমনি জুট টেকনোলজি বিষয়ে পড়াশোনার একমাত্র প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অফ জুট টেকনোলজি। পাটশিল্পে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির জন্য ইন্ডিয়ান জুট ম্যানুফাকচার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই প্রতিষ্ঠান। ২০১১ সাল থেকে এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি আলাদা বিভাগ হিসাবে মান্যতা পায়। বিভাগের নাম জুট ও ফাইবার টেকনোলজি। এখানে পড়ানো হয় এইসব কর্মমুখী কোর্স–

(১) বি টেক ইন জুট ও ফাইবার টেকনোলজি : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশরা ভর্তির জন্য যোগ্য। প্রার্থী বাছাই হয় পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার মাধ্যমে। ৪ বছরের কোর্স পড়ানো হয় ৮টি সেমেস্টারে। সেমেস্টার পিছু খরচ ৪,০০০ টাকা। সিট: ৬০টি।

(২) এম টেক ইন টেক্সটাইল (টেকনিক্যাল) : জুট ও ফাইবার টেকনোলজির বি টেক পাশ ছেলেমেয়েরা এই কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। ২ বছরের কোর্স পড়ানো হয় ৪টি সেমেস্টারে। সেমেস্টার পিছু খরচ ৯,৫০০ টাকা। সিট : ৮টি।

কাজের সুযোগ ও ক্ষেত্র : বি টেক পাশ করার পর বিভিন্ন চটকল ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের প্রোডাকশন ও ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে টেকনোলজিস্ট পদে চাকরি পাওয়া যায়। এম টেক পাশ করার পর পাট ও যন্ত্রশিল্পের গবেষণা ও প্রসার ক্ষেত্রে ভালো কাজের সুযোগ আছে। চাকরি পাওয়া যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও। এম টেক পাশদের কেরিয়ার গড়ার সুযোগ আছে এই ১২টি বিশেষ ক্ষেত্রে–(ক) অ্যাগ্রো টেক্সটাইল, (খ) জিও টেক্সটাইল, (গ) মেডিক্যাল টেক্সটাইল, (ঘ) প্যাকিং টেক্সটাইল, (ঙ) স্পোর্টস টেক্সটাইল, (চ) ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেক্সটাইল, (ছ) ইকো টেক্সটাইল, (জ) ক্লথ টেক্সটাইল, (ঝ) প্রোডাকশন টেকনোলজি।এখানকার বি টেক / এম টেক অন্যান্য বিষয়ের বি টেক / এম টেক'এর সমতুল হওয়ায় যে কোনও সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত করতে পারেন।

(৩) পিএইচ ডি : এম টেক পাশ করার পর এখানে পিএইচ ডি করার সুযোগ আছে। বি টেক পাশদেরও যদি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জাতীয় জার্নালে ৩টি পেপার প্রকাশিত হয়ে থাকে, তবে তাঁরাও পিএইচ ডি করার জন্য আবেদন করতে পারেন। পিএইচ ডি–র সর্বোচ্চ মেয়াদ ৫ বছর। বিজ্ঞপ্তি বেরোলে তখন দরখাস্ত করতে হবে।

নিশ্চিত চাকরির জন্য জুট টেকনোলজি ও ম্যানেজমেন্টের ডিপ্লোমা কোর্স : সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জুট টেকনোলজির বি টেক, এম টেক পাশ ছেলেমেয়েরা চটকলে বেশিদিন কাজ করতে চান না। ফলে চটকল ব্যবস্থাপনার কাজে 'টেকনিক্যাল ম্যানেজার' পদে লোকের অভাব হয়। এই অভাব পূরণ করতে জাতীয় পাট পর্ষদের (ন্যাশনাল জুট বোর্ড) আর্থিক সাহায্যে শুরু হয় জুট টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স। কোর্সটি AICTE ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, মাথমেটিক্স, স্ট্যাটেস্টিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স–এর মধ্যে যে কোনও একটি বিষয় নিয়ে বছরের বিএসসি (জেনারেল, অনার্স) বা, সমতুল কোর্স পাশরা ভর্তির জন্য এখনই আবেদন করতে পারেন। এমনকি যাঁরা বিএসসি ফাইনাল বছরের পরীক্ষা দিয়েছেন, তাঁরাও যোগ্য। প্রার্থী বাছাই হয় লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এই ৪টি সাব–গ্রুপ থেকে (১) জেনারেল নলেজ, ইংরেজি, (২) জেনারেল ম্যাথমেটিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাপ্টিটিউড, (৩) ফিজিক্স, কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড, (৪) কেমিস্ট্রি। লিখিত পরীক্ষা হবে ১৬ আগস্ট বেলা ১২ টায়। ২ বছরের কোর্স পড়ানো হবে ৪টি সেমেস্টারে। গরিব ও মেধাবী প্রার্থীদের পড়াশোনার জন্য স্কলারশিপ দেওয়া হয়। সিট–৬০টি (৫০ শতাংশ ফ্রেশার আর ৫০ শতাংশ স্পনসর প্রার্থী)। দরখাস্ত করতে হবে নির্ধারিত বয়ানে। ৫০০ (সংরক্ষিতদের বেলায় ২৫০) টাকা জমা দিয়ে হাতে হাতে ফর্ম পাবেন নিচের ঠিকানা থেকে। এছাড়াও ফর্ম ডাউনলোড করতে পারেন এই ওয়েবসাইট থেকে www.caluniv.ac.in।

পূরণ করা ফর্মের সঙ্গে দিতে হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, মেডিক্যাল ফিটনেস সার্টিফিকেট ও সংরক্ষিতদের বেলায় কাস্ট সার্টিফিকেটের প্রমাণপত্র। ভর্তির জন্য এখন ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। পূরণ করা ফর্ম জমা দিতে হবে ১৪ আগস্টের মধ্যে। ভর্তি শুরু হবে ২৫–২৭ আগস্ট আর ক্লাস শুরু ২৮ আগস্ট।

যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায়: ডিপার্টমেন্ট অফ জুট অ্যান্ড ফাইবার টেকনোলজি, ইনস্টিটিউট অফ জুট টেকনোলজি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৫ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা–৭০০০১৯। ফোন – ৯০৮৮১৫৪৫৯৯।

কেরিয়ার গাইড

কোন মেশিনে কী ব্যবসা

পাঁপড় তৈরির মেশিন

মেশিন কিনে, মেশিন চিনেই সরাসরি ব্যবসায় নেমে পড়ার চটজলদি সুলুকসন্ধান নিয়ে এই বিভাগ।

উৎসবে–অনুষ্ঠানে শেষ পাতে পাঁপড় না হলে বাঙালির চলে না। এই মেশিনের সাহায্যে পাঁপড় তৈরি করে প্যাকেটে ভরে বাজারে বিক্রি করে ব্যবসা শুরু করে দিতে পারেন।

কীভাবে করবেন: পাঁপড় তৈরির স্বয়ংক্রিয় এই মেশিনের সাহায্যে ঘণ্টায় ৪০ কেজি পর্যন্ত পাঁপড় তৈরি সম্ভব। সঙ্গে একটি ড্রায়ার মেশিনও লাগবে। চালের গুঁড়ো, বেসন, বিউলির ডাল, ছোলার ডাল ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের উপকরণের সাহায্যে বিভিন্ন স্বাদের পাঁপড় তৈরি করা যায়। এর সঙ্গে পছন্দমতো এবং পরিমাণমতো নুন, তেল, হিং, বিভিন্ন মশলা মেশিনে ঢেলে দিতে হবে। মিক্সিং অ্যাটাচমেন্ট লাগানো থাকলে এই মেশিনে নিজে থেকেই মিশ্রণটি মাখা হয়ে যাবে এবং কাটিং হয়ে বেরিয়ে আসবে। এরপর সেগুলি রোদে দিয়ে কিংবা ড্রায়ারে দিয়ে শুকনো করলেই পাঁপড় তৈরি হয়ে যাবে। স্বয়ংক্রিয় এই মেশিনে ২ হর্সপাওয়ার মোটর লাগবে। মিক্সিং মেশিনের জন্য ১ হর্সপাওয়ার এবং ড্রায়ার মেশিনের জন্য ১ হর্সপাওয়ার মোটর লাগবে। বিদ্যুৎ লাগবে ২২০ থেকে ৪৪০ ভোল্ট।

কোন মেশিনের কী দাম: উৎপাদনক্ষমতা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয় পাঁপড় তৈরির মেশিন এবং ড্রায়ারের দামের তারতম্য হয় ঘণ্টায় ৪০ কেজি পর্যন্ত পাঁপড় তৈরির স্বয়ংক্রিয় মেশিনটির দাম পড়বে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ড্রায়ার মেশিনের দাম পড়বে ৮০,০০০ টাকা। মিক্সিং মেশিনের দাম ৪০,০০০ টাকা।

মেশিন কোথায় পাবেন: মেশিন পাবেন এই ঠিকানায় – Bharat Machine Tools Industries, 61, Ganesh Chandra Avenue, Kol-13. Ph: 2236-8015, 94324-22086. E-mail bharatmachinetools1@rediffmail.com.

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৬ জুলাই–১ আগস্ট, ২০১৪

মেষ: মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পেলেও মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে পড়বেন। আপনার পূর্বকল্পিত দায়িত্ব বহুল কাজগুলি বাধার মধ্যেও সু–সম্পন্ন করতে পারবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভ। শিক্ষায় সাফল্য।

বৃষ: পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। যে কোনও কলা শিল্পে পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাবে। স্নেহ–প্রীতির দ্বারা মন আকৃষ্ট হবে। অযথা মাথা গরম করবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকবে। চলাফেরায় সাবধান থাকবেন।

মিথুন: আপনার ব্যক্তিত্বের জোরে অনেক শুভ কাজ করতে সমর্থ হবেন। যাঁরা গান বাজনা করেন তাঁরা সাফল্য পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় বাধা থাকলেও শুভ হবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে সাফল্য পাবেন।

কর্কট: কর্মস্থলে প্রচুর দায়িত্ব বেড়ে যাবে। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করলে যথেষ্ট শুভফল পাবেন। মান–সম্মান বৃদ্ধি পাবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতি হবে। তবে সঞ্চয়ে বাধা। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ।

সিংহ: মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ। বন্ধু থেকে সাবধান থাকবেন। আত্মীয়দের সঙ্গে মতান্তর ঘটতে পারে। সাবধানে চলবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ। প্রতারনার দ্বারা ক্ষতি। কর্মে উন্নতির যোগ। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। শিরঃপীড়ার যোগ রয়েছে।

কন্যা: সময়টি শুভ হলেও মাঝে মাঝে ঝামেলা ভোগ করতে হবে। অর্থনৈতিক দিক শুভ কিন্তু খরচের মাত্রা অতিরিক্ত হওয়ায় চিন্তিত হয়ে পড়বেন। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। শিক্ষায় সাফল্য পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন।

তুলা: আধ্যাত্মিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। শরীর ভাল যাবে না। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে বাধা আসবে, তথাপি শুভফল পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। অথবা কর্মে উন্নতির যোগ।

বৃশ্চিক: খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। অনেকে বাতের ব্যাথায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে মাঝে মাঝে সমস্যা দেখা দেবে। শিক্ষায় ভালফল পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

ধনু: বাত বেদনায় কষ্ট পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। মনের কথা কাউকে বলবেন না। ব্যবসায় উন্নতির যোগ। স্নেহ, প্রেম, প্রীতি'র বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার জন্য তৎপর হয়ে আছে।

মকর: আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পেলেও সময়টি ভাল। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। জল থেকে সাবধান থাকবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। বুঝে না চললে ক্ষতি হতে পারে।

কুম্ভ: আপনার সুন্দর মানসিকতার জোরে সম্মান পাবেন। শিক্ষায় ভালফল হবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। খাওয়া–দাওয়া বুঝে করবেন।

মীন: গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন, শরীর ভাল যাবে না। বাতের রোগে কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। লেখাপড়ায় ভালফল পাবেন। রক্তের উচ্চচাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট। আর্থিক বিষয়ে শুভ, ভ্রমণে বাধা।

আজও আলো দেখল না ডানলপ

মলয় সুর • সাহাগঞ্জ (হুগলি)

বিশ্বকর্মার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত ডানলপ। তাই মাথা উঁচু করে চিমনি দাঁড়িয়ে থাকলেও তা দিয়ে আর ধোঁয়া বের হয় না। এশিয়ার বৃহত্তম টায়ার কারখানায় একসময় এরোপ্লেনের চাকা তৈরি হত। এখন সেই অচল কারখানায় দিনে–রাতে শেয়াল ঘুরে বেড়ায়। ভোট আসে ভোট যায়। তবুও সাহাগঞ্জের অচল ডানলপ কারখানার শ্রমিকদের দুর্দশা ঘুচল না আজও। ২০০৮ সালে কারখানার গেটের সামনে 'ডানলপ বাঁচাও নাগরিক মঞ্চ' নামে যে ধর্না মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল তাতে এসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিনের সেই বিরোধী নেত্রী আজ মুখ্যমন্ত্রী। তবুও ডানলপ খোলেনি। কাজ হারানো শ্রমিকরা ন্যায্য প্রাপ্যের আশায় এখন 'একলা চলোর' মতোই ছ'বছর ধরে ধর্না মঞ্চ চালিয়ে যাচ্ছেন। এর মধ্যে ধর্না মঞ্চের কয়েকজন শ্রমিক মারা গিয়েছেন। গঙ্গা নদীর দু'পাশ জুড়ে মূলত হুগলি জেলার শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছিল। এখন ডানলপ কারখানা ছাড়াও আরও অনেকগুলি কারখানায় তালা ঝুলছে। যেমন সাহাগঞ্জের স্পানপাইপ তৈরির কারখানা, শ্রীরামপুর স্পিনিং মিল। দেশের বৃহৎ গাড়ি উৎপাদক হিসেবে হিন্দমোটর কারখানার সুনাম দীর্ঘদিনের। গত ২৪ মে এই কারখানাতে কর্তৃপক্ষ সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ দেয়। ভদ্রেশ্বরে বেলিস ইন্ডিয়া লিমিটেড, লগন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কাস সহ ছোট–মাঝারি অনেক শিল্প কারখানা, ডানকুনির মাদার ডেয়ারি ও কোলকমপ্লেক্সও রুগ্ন হচ্ছে। গভীর সংকটের মুখে জেলার চটকলগুলি। ডানলপ কারখানার শ্রমিকদের অভিযোগ কর্তৃপক্ষের মদতেই শ্রমিক আবাসন ভেঙে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার ইট বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

ডানলপ কারখানার শ্রমিকদের অভিযোগ আগামী দিনে কারখানার জমিতেই প্রমোটিং ব্যবসা করার উদ্দেশ্য রয়েছে বর্তমান মালিক পবন রুইয়া গোষ্ঠীর। ব্যান্ডেল সাহাগঞ্জের ডানলপ কারখানাটি প্রায়ে সাড়ে ৪০০ একর জমির ওপর তৈরি। যার মধ্যে রয়েছে শ্রমিক ও অফিসারদের কোয়ার্টার, স্কুল, হাসপাতাল, বিশাল খেলার মাঠ, ব্যাঙ্ক, দমকল সার্ভিস সেন্টার, দোকানপাট প্রভৃতি। ইতিমধ্যে বুলডোজার দিয়ে সেইসব কোয়ার্টার ভাঙার কাজ চলছে দিনের বেলাতেই। অভিযোগ একশ্রেণীর দালালচক্র কর্তৃপক্ষের মদতে এই কোয়ার্টার ভেঙে ভাল ইঁট, রাবিশ, ট্রাকটার লরিতে করে নিয়ে গিয়ে বাইরে বেশি দামে বিক্রি করছে। কারখানার সম্পত্তি এইভাবে লুট হয়ে গেলেও তাদের বাধা দেওয়ার কোনও ক্ষমতা নেই। পবন রুইয়ার হাতে কারখানার দায়িত্ব যাওয়ার পর এই কারখানার ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। একসময় এই কারখানায় ১১ হাজার শ্রমিক কাজ করতেন। আর এখন ৭৫০ জন শ্রমিক রয়েছে। তাদের বেশ কয়েক মাসের বেতনও আটকে রয়েছে। ডানলপ কারখানা ছিল দেশের অন্যতম বৃহৎ কারখানা। ১৯৮৫–৯০ সাল

পর্যন্ত ডানলপের অবস্থা ছিল রমরমা। এরপর বেশ কয়েকবার মালিক বদল হয়। ২০১১ সালের অক্টোবর থেকে ডানলপ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধের সময় এখান থেকেই যুদ্ধবিমানের চাকা সরবরাহ হয়েছে।

অথচ আজ দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া থাকায় বেশিরভাগ শ্রমিক পরিবারগুলি চরম দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করছে। অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত শ্রমিক পরিবারগুলির অবস্থা আরও করুণ। এইসব শ্রমিক–কর্মচারী পরিবারগুলি চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। কারখানার গেটে ঢোকার বাঁদিকে 'ডানলপ বাঁচাও নাগরিক মঞ্চ'। ২০০৮ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যখন মুখ্যমন্ত্রী তখন ডানলপ বন্ধ হয়েছিল। এই মঞ্চে বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন। ডানলপ খোলার জন্য আওয়াজ তুলেছিলেন। ২০১১ সালে ডানলপ বিধানসভা ভোটের প্রধান ইস্যু ছিল। আজ তিনিই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। দিদি ডানলপ খুলল কই। সম্প্রতি ডানলপ নিয়ে শ্রমমন্ত্রী, ইউনিয়ন এবং মালিকপক্ষের এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। কিন্তু তাতে কোনও ফল মেলেনি। যে তিমিরে ছিল ডানলপ, সেখানেই থেকে গিয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে পুলিশি তৎপরতা

কল্যাণ রায়চৌধুরী • উত্তর ২৪ পরগনা

সামাজিক দূষণ রোধে রাজ্য সরকার ব্যাপক ভাবনাচিন্তা করলেও তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা যে কঠিন, তা সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগনার বামনগাছিতে সৌরভ চৌধুরীর খুন কাণ্ডে প্রমাণিত হল। বলাবাহুল্য, ঘটনার দিনই অর্থাৎ ৪ জুলাই উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পুলিশ সুপার তন্ময় রায়চৌধুরী ও এএসপি (নর্থ) ভাস্কর মুখোপাধ্যায়ের সক্রিয় উদ্যোগে পুলিশি অভিযান শুরু হয়। প্রথম দিনেই গ্রেফতার হয় অনুপ তালুকদার। তারপর একে একে এই খুনে মূল অভিযুক্ত শ্যামল কর্মকার–সহ এ পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছে মোট ১২ জন। অন্যান্য ধৃতরা হল তারক দাস, পলি মাইতি, রতন দাস, সুমন সরকার, উত্তম শিকারী, রতন সমাদ্দার, অমল বারুই, তাপস বিশ্বাস, ভুবন দাস ও সবশেষে শিয়ালদহ স্টেশন চত্বর থেকে ধৃত শিশির মুখার্জি ওরফে শঙ্কু। এই গ্রেফতারের ফলে পুলিশি তৎপরতায় যে কোনও খামতি নেই, তা অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গত, এই জেলায় এহেন সামাজিক দূষণের সূচনা হয় কিন্তু বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। যার জ্বলন্ত নজির উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনিক কার্যালয়ের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে রাজীব দাস হত্যাকাণ্ড। দিদির সম্মান বাঁচাতে গিয়ে খুন হতে হয়েছিল তাকে। তারপর রাজ্যে সরকারের পরিবর্তন হয়। সামাজিক দূষণ রোধে উদ্যোগও গ্রহণ করে পরিবর্তনের সরকার। জেলা জুড়ে শুরু হয় ব্যাপক পুলিশি তৎপরতা। পরিবর্তনের সরকার আসার মাত্র দু'বছরের মধ্যেই বদলি হন দু'জন পুলিশ সুপার। একজন চম্পক ভট্টাচার্য ও অন্যজন সুগত সেন। বর্তমানে প্রায় বছরখানেক হল, এই জেলার পুলিসুপার পদে রয়েছেন তন্ময় রায়চৌধুরী। পুলিশ প্রশাসনে ইতিমধ্যেই তিনি প্রশংসিত। প্রায় বছরখানেক আগে উত্তর ২৪ পরগনার কামদুনির ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুরুতর প্রশ্নের মুখে পড়ে জেলা পুলিশ প্রশাসন। এর পরপরই ঘটে যায় মধ্যমগ্রাম গণধর্ষণের ঘটনা। এর ফলে উত্তর ২৪ পরগনার জেলা শহর বারাসত ও মধ্যমগ্রাম উঠে আসে সংবাদের শিরোনামে। কামদুনি কাণ্ডের পরই বদলি হন তৎকালীন পুলিশ সুপার সুগত সেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে আসেন বর্তমান পুলিশ সুপার তন্ময় রায়চৌধুরী। কামদুনি কাণ্ড ছাড়া, তন্ময়বাবু এসপি হয়ে আসার পর জেলায় সামাজিক দূষণ মূলক ঘটনা যে ঘটেনি তা নয়। মধ্যমগ্রাম কাণ্ড বাদ দিলে গাইঘাটা ধর্ষণ কাণ্ড, সুভাষনগর কাণ্ড হাবড়ায় জোড়া খুন কাণ্ড এবং সাম্প্রতিক বামনগাছির সৌরভ চৌধুরী খুন কাণ্ড। তবে সবগুলি ঘটনার ক্ষেত্রেই পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে সমস্ত অপরাধীদেরই গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে বলে ভাস্করবাবু দাবি করেছেন।

তবে শুধু অপরাধী গ্রেফতারই নয়, এই প্রায় এক বছরে জেলা পুলিশ প্রশাসনের হাল ফেরাতে তন্ময়বাবু বেশ কিছু কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। যার সুফল পাওয়া যাচ্ছে বলে জেলা পুলিশ প্রশাসন মনে করছে। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত, মধ্যমগ্রাম, হাবড়া ইত্যাদি জনবহুল এলাকায় ট্রাফিক সমস্যা রীতিমতো এক অগ্নিগর্ভ বিষয়। এই সমস্যা সমাধানে তন্ময়বাবু তাঁর নিজস্ব মস্তিষ্ক প্রসূত ট্রাফিক সপ্তাহ কর্মসূচি নিয়েছেন গোটা জেলা জুড়ে। নারী ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি ইত্যাদি অপরাধ মূলক কর্মকাণ্ড দূরীকরণে জেলাব্যাপী প্রচার শুরু হয়েছে। জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণস্থানে নারী নির্যাতন বিরোধী হোর্ডিং–সহ বিভিন্ন প্রচার চোখে পড়বে। এছাড়াও অপরাধ দমনে জেলার বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে অপরাধীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্যে সিসিটিভি (ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা) বসানোর কাজ চলছে। ইতিমধ্যে হাবড়া ও বনগাঁও এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভাস্করবাবু। উল্লেখ্য, জেলা পুলিশের বর্তমান সুপার তন্ময় রায়চৌধুরীর কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাঁর অধস্তন পুলিশ কর্মীরা। যে কোনও আপদে বিপদে গুরুত্বপূর্ণ অভিভাবকের মতো তাঁরা তাদের এসপিকে নিজেদের পাশে পান বলে মন্তব্য করেন বারাসত, দেগঙ্গা, দত্তপুকুর, গাইঘাটা থানার আধিকারিকরা। থানা আধিকারিকদের পাশাপাশি ডাকবাংলো, মধ্যমগ্রাম এবং চাঁপাডালির ট্রাফিক ওসিরাও এসপি'র সাহচর্যে ব্যাপক উচ্ছ্বসিত। দোলতলার ট্রাফিক এএসআই জিতেন দাস জানালেন, সম্প্রতি ডিউটি করে বাড়ি ফেরার পথে বিটি কলেজের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন জেলা পুলিশের এক কনস্টেবল।

দুর্ঘটনার খবর পাওয়ামাত্র এসপি'র সক্রিয় উদ্যোগে তাকে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। শুধু পুলিশকর্মীরাই নন, তন্ময়বাবুর নেতৃত্বে জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ প্রশাসনের ইতিবাচক পদক্ষেপে প্রশংসা সব মহলেই।

টুকরো–টাকরা

ফ্লাড সেন্টারে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি: সুন্দরবনের নামখানার হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গদাধর হাইস্কুলের সামনে ও মৌসুনী দ্বীপে অবস্থিত ২ ফ্লাড সেন্টারের দরজা ভেঙে চুরি হয়ে গিয়েছে সিলিং ফ্যান ও অন্যান্য জিনিসপত্র। এইসময় জলোচ্ছ্বাসে বিপর্যস্ত সুন্দরবনে ফ্লাড সেন্টারের গুরুত্ব অপরিসীম। ফ্লাড সেন্টারগুলিতে নিরাপত্তার দাবি জানানো হয়েছে।

শিক্ষা দফতরে দুষ্কৃতী হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি: নামখানার চন্দ্রনগরে অবস্থিত প্রাথমিক শিক্ষা দফতরে গত মঙ্গলবার রাতে দুষ্কৃতীরা হানা দিয়ে শিক্ষকদের সার্ভিস বুক ও পাস বুক ছড়িয়ে ছিটিয়ে লন্ডভন্ড করে দেয়। পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

হরিনের মাংস সহ ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি: নামখানার দ্বারিক নগরে সাড়ে পাঁচ কেজি হরিণের মাংস–সহ ১ জনকে ধরে ফেলে বন দফতরের কর্মীরা। ফের প্রমাণ হল এখনও চোরাশিকার বন্ধ হয়নি সুন্দরবনে। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘরে ফিরল নিখোঁজ মৎস্যজীবীরা

বিশ্বজিৎ পাল • কাকদ্বীপ

বুধবার সকালে রাজ্য সরকার ও কোস্ট গার্ডের উদ্যোগে বাড়ি ফিরল গভীর সমুদ্রে নিখোঁজ হওয়া ১৬ জন মৎস্যজীবী। এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ জেটি ঘাটে নিখোঁজ মৎস্যজীবীরা নামলে কান্নায় ভেঙে পড়ে তাদের পরিবারের সদস্যরা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আগাম সতর্কতা দিতে এ রাজ্যের রেডিও ব্যর্থ বলে অভিযোগ ফিরে আসা মৎস্যজীবীদের। আগামীদিনে সতর্কতা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ দাবি করেছেন তাঁরা। উল্লেখ্য, গত ১৮ জুলাই কাকদ্বীপ ও পাথরপ্রতিমা এলাকা থেকে ১৬ জন মৎস্যজীবী এমভি বাবা লোকনাথ ট্রলারে করে গভীর সমুদ্রে ইলিশ ধরতে যান। রবিবার ভোর রাতে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের জেরে ঝড়–বৃষ্টি শুরু হয়। সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে। কিনারাতে ভেড়ার চেষ্টা করে ট্রলারগুলো। এইসময় লোকনাথ ট্রলারের প্রপেলারে মাছ ধরার জাল আটকে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়।

ট্রলারে থাকা ওয়্যারলেস সেটের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ওইদিন খবর দেওয়া হয় উপকূলরক্ষী বাহিনীকে। সমুদ্র উত্তাল হওয়ায় উদ্ধারে বিলম্ব হয়। বাহিনীর একটি ট্রলার টেনে নিয়ে আসে আক্রান্ত ট্রলারটিকে। ট্রলারের মাঝি জহরলাল দাস, জানান, দু'দিন উত্তাল সমুদ্রে ভেসে ছিলাম। কোনও যোগাযোগ ছিল না। ভাবতাম এই বোধহয় ট্রলার ডুবে গেল। দীর্ঘদিন ট্রলারে যাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল কিন্তু এবার কিছু বুঝে উঠতে পারছিলাম না। হেলিকপ্টার দেখতে পেয়ে মনে জোর এসেছি। পরে যোগাযোগ হয়। মৎস্যজীবী গোরাচাঁদ দাস বলেন, এই রেডিও শুনে কোনও সঠিক খবর পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ রেডিও'র খবর আমরা শুনি। কিন্তু মাঝ সমুদ্রে চলে যাওয়ার পর হঠাৎ করে ফেরা যায় না। প্রতিনিয়ত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাছ ধরতে হয় আমাদের।

সাগরে নদীর বাঁধ পরিদর্শনে মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাগর: শনিবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের সাগর ব্লকের বিভিন্ন এলাকার নদীর বাঁধ পরিদর্শন করেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন ও সেচ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, সাংসদ চৌধুরীমোহন জাটুয়া, বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা, সেচ দফতরের আধিকারিক, ইঞ্জিনিয়াররা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন আগে কাকদ্বীপ মহকুমার সাগরে মুড়িগঙ্গা নদীর বাঁধ ভেঙে কচুবেড়িয়া, মহেন্দ্রগঞ্জ, শ্রমতিনগর সহ বেশ কিছু এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদিকে নদীর বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে দ্রুত গতিতে। কাজ প্রায় সম্পূর্ণের পথে। এদিন রাজ্যের মন্ত্রী নামখানা ব্লকের ৩৪টি পয়েন্ট পরিদর্শন করেন, সাধারণ মানুষের কথা শোনেন। মন্ত্রী বলেন, কাকদ্বীপ মহকুমা ও সাগরব্লকের নদীর বাঁধের ২৮টি পয়েন্ট এবং নামখানা ব্লকের ৩৪টি পয়েন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে সাগরে ২৮টি পয়েন্টে এবং নামখানার ১৮টি পয়েন্টে যুদ্ধকালীন ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। এই শিবিরে সাগরে ৪৭২৫ জন এবং নামখানায় ৪৭৫০ জন আশ্রয় নিয়েছেন।

ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য, জল, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেডিকেল টিম ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দিচ্ছে। মন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে কাজ চলছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই ঘটনা ঘটেছে। তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মগরাহাটের লাচ্চার কারিগরদের ব্যস্ততা তুঙ্গে

মেহবুব গাজী • ডায়মন্ড হারবার

হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপর একমাসের রোজার উপবাস শেষে আসবে খুশির ঈদ। ঈদের দিন প্রত্যেক বাড়িতে মিষ্টি মুখ করার জন্য সিমুই, লাচ্চা তৈরি হবেই। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটের একাধিক জায়গায় ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে সিমুই ও লাচ্চা তৈরি। রোজার শুরু থেকে শ্রমিকরা দিন–রাত এক করে তৈরি করে চলেছে প্রিয় সুস্বাদু খাবারটি।

বড়দের সঙ্গে হাত লাগিয়েছে ছোটরাও। ময়দা, বনস্পতি, ঘি, রিফাইন তেল দিয়ে তৈরি হচ্ছে লাচ্চা। গনগনে উনুনে বড় কড়াইয়ে ভেজে গুদামজাত করার কাজ চলছে জোর কদমে। শ্রমিকদের বেশিরভাগ বিহার থেকে এসেছেন। কাজ শুরুর প্রথম দিকে চাহিদা কম থাকলেও

এখন চাহিদা তুঙ্গে। এখন চব্বিশ ঘণ্টা উনুন বন্ধ যাচ্ছে না। কাঁচা মালের দাম বেড়ে যাওয়ায় খরচ বেড়েছে প্রচুর। তবুও তুলনামূলক কম লাভে এখানকার লাচ্চা বিকোচ্ছে দেদার। পাটনা থেকে লাচ্চা তৈরি করতে আসা মহম্মদ মাসুদ বলেন, 'বছরে দু'বার লাচ্চা তৈরির জন্য মগরাহাটে আসি। এখানে পঁচিশ বছর ধরে আসছি। মজুরি আগের থেকে একটু বেড়েছে। কিন্তু তাতেও সংসার ঠিকঠাক চলে না। আসলে এখানকার মানুষদের ঈদের দিন মিষ্টি মুখ করাতে চলে আসি বলতে পারেন। ঈদের আগে বাড়ি ফিরব। মাতব পরিবারের সঙ্গে।' এখন বাজারে ব্যাণ্ডের লাচ্চা চলে এসেছে। এই লাচ্চার থেকে সেগুলোর দাম বেশি। মূল শহরে সেই লাচ্চা, সিমুই বেশি চলে। কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পগনা ও পাশের জেলাগুলোতে এখানকার লাচ্চার বিশাল চাহিদা । প্রতিদিন খুচরো বিক্রেতারা এখান থেকে পাইকারি নিয়ে যাচ্ছে। মগরাহাটের এক মালিক মহম্মাদ সেলিম বলেন, 'কাঁচা মালের দাম বেড়েছে প্রায় দিগুণ। আগের থেকে মালের চাহিদাও প্রচুর বেড়েছে। কারণ এখন কেউ আর আগের মতো বাড়িতে সিমুই তৈরি করে নেয় না। সবটাই বাজারের ওপর ভরসা। এটা দু'মাসের ব্যবসা। শ্রমিক সমস্যা আছে। লাভও কমেছে। তবুও ঈদ এলে ব্যবসা করি।'

তিন শতকের রামপুজো

বৈশালী সাহা • হাওড়া

হাওড়া রামরাজাতলার বিখ্যাত প্রায় ৩০০ বছর ধরে ২৮ ফুটের মূর্তির রামঠাকুরকে কেন্দ্র করে বৈশাখ মাসের প্রথম রবিবার থেকে শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার এই চার মাস ধরে চলতে থাকে রামঠাকুরের পুজো রামরাজাতলার বাজার প্রাঙ্গনে।

এই রামরাজা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা অযোধ্যারাম চৌধুরী। এই সময়কার রীতি অনুযায়ী এখনও তাই এখানকার বাসিন্দারা সকালে বাজার প্রাঙ্গণে বসলেও বিকেলে উৎসাহের সঙ্গে এই চার মাস আনন্দ সহকারে মেলার সঙ্গে যুক্ত থাকে।

এই পুজোয় হাওড়ার অনেক দূরদূরান্ত বা তার পাশাপাশি অঞ্চল থেকে মানুষ পুজো দিতে আসেন। এই পুজোর শেষে ঠাকুর ভাসান দিতে যাওয়া হয় কম বেশি প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে রামকৃষ্ণপুরের গঙ্গায়। এই সময় সমস্ত পরিবেশ দূষণ ভুলে রীতিমতো সাহায্য করে প্রশাসন।

বিধায়ক কোটার কাজে রাজ্যেও সম্ভাব্য প্রথম সোনালী গুহ

ডেপুটি স্পিকারের দায়িত্ব সামলেও শীর্ষে থাকছেন কী করে?

সোনালী গুহ সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে পরপর তিনবার জিতে হ্যাটট্রিক করেছেন। একদা জ্যোতি বসুর লাল দুর্গ সাতগাছিয়াতে তিনিই প্রথম জোড়াফুল ফুটিয়েছেন। ২০১১ সালে রাজ্যে পরিবর্তনের পর তিনি বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার হয়েছেন। এটাও একটা নজির কারণ তিনিই প্রথম মহিলা ডেপুটি স্পিকার এই রাজ্যে। বাম আমলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী হয়ে দুর্দিনে মাঠে–ময়দানে–গ্রামে রাজপথে লড়াই করেছেন দাপটের সঙ্গে। কখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছেড়ে যাননি। তিনি যেমন কঠোর, আবার মানবিকও বটে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেমন রুখে দাঁড়ান। আবার কোনও কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত কিংবা লোকসঙ্গীত গেয়ে নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করেন। ডেপুটি স্পিকারের দায়িত্ব সামলেও বিধায়ক কোটার কাজের ক্ষেত্রে বারবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এবারেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ২৬ জন বিধায়কদের মধ্যে ৯৭ শতাংশ ইউসি জমা দিয়ে বিধায়ক কোটার কাজে শীর্ষে আছেন। তাঁর এলাকায় সর্বত্রই উন্নয়নের ছোঁয়া। এমন কোনও গ্রাম নেই, যেখানে ঢালাই রাস্তা হয়নি। রাজ্যেও সম্ভবত তিনি বিধায়ক কোটার কাজে প্রথম হতে চলেছেন। অনেক বিধায়ক যখন তাদের গত আর্থিক বছরের বরাদ্দ শেষ করতে পারছেন না, তখন তিনি চলতি আর্থিক বছরে বরাদ্দ অর্থের সব প্রকল্প জমা দিয়েছেন। কি ভাবে তিনি বারে বারে শীর্ষে থাকছেন? সাতগাছিয়া কেন্দ্র নিয়ে কি ভাবছেন? এই সব প্রশ্ন নিয়ে বিধান সভায় তাঁর মুখোমুখি হলেন আমাদের পত্রিকার সহ সম্পাদক কুনাল মালিক।

প্রশ্ন–দিদি আপনার বিধানসভা এলাকার কটি অঞ্চল?

উত্তর– মোট ১৮টি। বজবজ–২ নং ব্লকে ৭টি, বিষ্ণুপুর–২ নং ব্লকে ১১টি।

প্রশ্ন–বছরে এলাকা উন্নয়নের জন্য কত টাকা পান?

উত্তর– ৬০ লক্ষ টাকা।

প্রশ্ন–কী ভাবে সেই অর্থ উন্নয়নের জন্য বন্টন করেন?

উত্তর–প্রতিটি অঞ্চলের সভাপতি, প্রধান, সমিতির সভাপতিদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রকল্প চাই। তারপর সেই প্রকল্প অনুযায়ী টাকা বরাদ্দ করি।

প্রশ্ন–উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে গুরুত্ব দেন?

উত্তর– এলাকার দাবি বা সমস্যা অনুযায়ী প্রকল্পকে গুরুত্ব দিই। তবে আমার এলাকা আর্সেনিক প্রবণ বলে পানীয় জলের উপর গুরুত্ব দিতে হয়। এছাড়া হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, গার্ডওয়াল, অ্যাম্বুলেন্স, শববাহী গাড়ি সবই আছে আমার কেন্দ্রের। আমার এলাকায় ২৫ শতাংশ রাস্তা কাঁচা আছে। আগামী পাঁচ বছরে সেটাও থাকবে না।

প্রশ্ন– ডেপুটি স্পিকারের মতো দায়িত্বপূর্ণ পদ সামলে ধারাবাহিকভাবে বিধায়ক কোটার কাজে শীর্ষে থাকেন কিভাবে?

উত্তর– আমি বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার। কিন্তু এলাকায় আমি সাধারণ বিধায়কই। প্রতিটি অঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমার যোগাযোগ আছে। কোনও সময় অটো, বাইক কিংবা পায়ে হেঁটেই আমি আমার কেন্দ্রে ঘুরি। আমার এলাকার মানুষদের দোয়া ও আশীর্বাদে আমি তিনবার জয়ী হয়েছি। তাই তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য কাজ আমাকে করতেই হবে। যেখানে ডেপুটি স্পিকার পদ কোনও বাধাই নয়।

প্রশ্ন– মুখ্যমন্ত্রী যদি আপনাকে পুরস্কৃত করেন, তাহলে আপনার এলাকার জন্য কী দাবি করেন?

উত্তর– আমার এলাকার আমতলা গ্রামীণ হাসপাতাল ও মুচিশা লক্ষ্মীবালা হাসপাতাল দুটিকে আধুনিকীকরণ করতে স্বাস্থ্য দফতরের সহযোগিতা চাইব। যাতে এলাকার সাধারণ মানুষ আরও ভালো পরিষেবা পায়।

প্রশ্ন– সাতগাছিয়া কেন্দ্রকে ঘিরে আপনার স্বপ্ন কী?

উত্তর– জ্যোতি বসু এখানে ২৫ বছর জিতে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তিনি চাইলে সাতগাছিয়াকে মডেল কেন্দ্র করতে পারতেন। কিন্তু করেননি। আমার স্বপ্ন আগামী দিনে সাতগাছিয়াকে ১ নং মডেল কেন্দ্র গড়ে তোলা।

প্রশ্ন– আপনার কাজের অনুপ্রেরণা কে?

উত্তর– অবশ্যই বাংলার নবরূপকার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রশ্ন–যদি পরজন্মে বিশ্বাস করেন, কী হতে চাইবেন?

উত্তর– দিয়ার মা, পার্থ বসুর স্ত্রী এবং অবশ্যই একজন তৃণমূল কর্মী যার নেত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন কুণাল মালিক।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা,২৬ জুলাই-১আগস্ট , ২০১৪

আমরা 'সভ্য' হয়েছি

আমরা বিশ্বাসী বহু পুরনো কুসংস্কার, প্রথা বিসর্জন দিয়ে নতুন শতাব্দীতে নতুন নতুন প্রগতিশীল ভাবনা ও কর্মের শরিক উন্নত প্রযুক্তি, উন্নত প্রথায় শোষণ আর হত্যায় উন্নতি ঘটিয়েছি। পুরনো ধ্যানধারনা ভেঙে সভ্যতার নখ দাঁত হিংস্র চেহারা বেরিয়ে পড়েছিল গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই। হিটলারের গ্যাস চেম্বারে হত্যার কাহিনি বিরাটভাবে বিজ্ঞাপিত হলেও 'সুসভ্য' আমেরিকার আণবিক বোমানিক্ষেপ একলহমায় লক্ষ প্রাণ নিয়ে নিয়েছিল সেদিন, তারাই আজ বিশ্বমাণ্ডির নির্ণায়ক হয়ে ওঠার দাবিদার। এর মধ্যে অনেকগুলো শতক পেরিয়ে গিয়েছে। ইরাক-ইরান যুদ্ধ ছাড়াও অনেক খুচরো যুদ্ধ হয়েছে এদিক ওদিকে। ভারতবর্ষও নানা সময়ে যুদ্ধে জড়িয়েছে। বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে রাষ্ট্রসংঘ থেকে শুরু করে বিশ্বব্যাপী হিংসা নিবারণের জন্য নানা সময়ে নানা সম্মেলন, বৈঠক ইত্যাদি হয়ে থাকে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পৃথিবী বিশেষ বদলায়নি, বদলেছে হিংসার আঙ্গিক।

প্রায় তিনশো যাত্রী সমেত নিখুঁত নিশানায় রুশ সীমান্তে ধ্বংস করা হল মালেশিয়ার বিমান। বিশ্ব জুড়ে সাধারণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হলেও ঠাণ্ডা যুদ্ধের স্মৃতি ফিরে আসার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে। তাঁদের অস্ত্র কেনা বেচার বাজার নিয়েও গোলযোগের ভাবনা রয়েছে। ভাবনা নেই কেবল মাত্র দিনের পর দিন ঘটে যাওয়া নিরীহ মানুষের রক্তপাত নিয়ে। প্যালেস্টাইনের গাজা ভূ-খণ্ডে মানুষ সংগ্রাম করছে দীর্ঘদিন। ইয়াসের আরাফত প্রয়াত, সেই সুযোগে ইজরায়েলের নারকীয় তাণ্ডব আর গাজার হামাম গোষ্ঠীর প্রতিহিংসার রক্তক্ষয়ী মারণযজ্ঞ। বেশ কিছুদিন ধরেই মিশর কিংবা ক্রিমিয়াতে বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের রক্তস্নানে সেদের নাগরিকরা ধনে প্রাণে জর্জরিত।

আজ গাজা ভূ-খণ্ডের শিশু, নারী, যৌবন আর বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আগ্রাসী আক্রমণে অসহায়। হাজার লাশের খবর আর বিশ্ববাসীকে বিচলিত করে না। সংবাদ মাধ্যমে ইজরায়েল আর হামাম-এর যুদ্ধের ছবি প্রকাশিত হচ্ছে। বিশ্বের শীর্ষনেতারা নানাপ্রকার সন্ধি প্রস্তাব দিতে ব্যস্ত। সুসভ্য মানবজাতির অসভ্য শক্তি বর্বর হানায় একের পর এক মূল্যবান জীবনকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। কোনও তাপ উত্তাপ নেই তথাকথিত শক্তিকামী রাষ্ট্রগুলির। কমনওয়েলথ-এর কলঙ্কতিলক দেওয়া রাষ্ট্রগুলি ব্রিটেনের মুখাপেক্ষী আজও। নানা গালভরা আলোচনা চক্র, শীর্ষ বৈঠক, মানবাধিকার শিশু অধিকার, নারী অধিকার আজ পরিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। একের পর এক নির্দয় মৃত্যু বিশ্বের শুভবুদ্ধির নেতাদের সভ্য বিবেক জাগ্রত করতে পারছে না।

সরকারি ভণ্ডামি

লোকসভা ইলেকশনে কর্পোরেট সংস্থার দ্বারা প্রচারের কুফল কি ফলতে শুরু করেছে? কারণ দেখা যাচ্ছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কেবল অপারেটররা বলতে শুরু করেছেন কেবলের চার্জ বাড়বে, যা ছিল ২১৫ টাকা তা বেড়ে হবে ৩৫০ টাকা। এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন দর। দূরদর্শন প্রথম যখন এলো তরপর দেখুন কীভাবে মানুষকে নানান কায়দায় লুঠ করা হচ্ছে। আর ভিতর ভিতর সমস্ত কর্পোরেট সংস্থাগুলোই এ ব্যবসায় জর্জরিত। আর সরকারগুলো হল এর প্রশ্রয়দাতা। লক্ষ্য করুন কীরকম সূক্ষ্মভাবে কাজটা চলছে। আপনি কোনও সরকারের ওপর দোষারোপ করতে পারবেন না, মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে বলে আন্দোলন করতে পারবেন না, এরা দিনে দিনে এমন ব্যবস্থা তৈরি করছে। আপনি শুধু মাত্র টিভি সেট কিনে এনেই বাড়িতে বসে আর দেখতে পারবেন না, ওই কেবল ফর্মুলায় আপনাকে যেতেই হবে। আপনি মাসিক এই খরচটা না করলেই প্রতিদিনের খবরটাও জানতে পারবেন না। তাই বলি আপনারা এ কায়দার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, কারণ এইটাকে মূল্যবৃদ্ধির মধ্যেও ধরুন। দৈনন্দিন অন্য সব আন্দোলনের সঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনকেও রূপ দিতে হবে। প্রতিদিন টিভিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে আপনার চ্যানেল লিস্ট দিন না হলে আপনার টিভি সেটটি বন্ধ হয়ে যাবে। অমাদের তো দাবি হওয়া উচিৎ আমরা যেন বিনামূল্যেই কেবলের ন্যূনতম চ্যানেল দেখতে পাই।

রনেশ নন্দী, কলকাতা

অমৃতকথা

২৮৭। ভগবানের কথায় যাঁর গা রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে ও চোখে জল পড়ে, সেইটি তাঁর শেষ জন্ম বুঝতে হবে।

২৮৮। ঘুড়ি লাখে দু-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত তালি। যতো লোক সাধনা করে সবাই সিদ্ধ হয় না।

২৮৯। প্রেম-ভক্তি কাকে বলে? প্রেম-ভক্তিতে সাধক ঈশ্বরকে খুব আত্মীয়ের ন্যায় বোধ করেন, যেমন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে গোপীনাথ বলত, জগন্নাথ বলত না।

২৯০। ধর্ম্ম কথা অনেক শোনা গেল, কিন্তু কিছুই হল না কেন? সাঁকোর জল একদিক দিয়ে এল, আর একদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। এক কান দিয়ে শুনেছ, আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে।

২৯১। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পূজা কিরূপ? একজন খুব আন্তরিক ভক্তির সঙ্গে পূজা করে, জাঁক জমক বা লোক দেখাবার জন্যে করে না। আর একজন পূজা উপলক্ষে বাড়ি ঘর খুব সাজায় ও নাচ গান ফলারের খুব ঘটা করে। আর একজন পাঁঠা কাটে, মদ, মাংস ও নাচ-গানে মত্ত হয়। প্রথম জনের পূজা সাত্বিক, দ্বিতীয় জনের রাজসিক ও শেষ জনের তামসিক।

২৯২। বিরক্ত বৈরাগী কি রকম যে ব্যক্তি বাপ, মা বা স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে বিবাগী হয়ে যায় তাকে বিরক্ত বৈরাগী বলে। সে দু'দিনের বৈরাগ্য, পশ্চিমে চাকরি জুটলে তার বৈরাগ্য চলে যায়। অবার সে চাকরি করে বাড়ি আসে।

২৯৩। হঠাৎ কি কিছু হয় না? যে বাড়িতে পড়া মুখস্থ করে সেই হাইকোর্টের জজ দ্বারিক মিত্তির হতে পারে। তা না হলে অনাহারী ম্যাজিস্ট্রেট। একেবারে কেউ হাইকোর্টের জজ হয় না, অনেক পরিশ্রমে দ্বারিক মিত্তির হওয়া যায়।

২৯৪। ভক্তির তম কিরূপ? বাহু তুলে হরি বোল বোলে নৃত্য করাই ভক্তির তম।

২৯৫। যেমন ভাব তেমন লাভ। ভগবান কল্পতরু, যে তাঁর কাছে যেমন চায়ে, সে তেমনি পায়। গরিবের ছেলে লেখাপড়া শিখে হাইকোর্টের জজ হয়ে মনে করে, 'আমি বেশ আছি।' ভগবানও তখন বললেন, 'তুমি বেশই থাক।' তারপর যখন সে পেনশন নিয়ে ঘরে বসে, তখন সে মনে করে, 'আমি কি এ-জীবনে করলুম কি?' ভগবান তখন বললেন, 'তাই তো করলে কি?'

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

রুশ-মার্কিন ঠাণ্ডা যুদ্ধের পটভূমিকা তৈরি হচ্ছে

পার্থসারথি গুহ

ফের একটি ঠাণ্ডা যুদ্ধের বাতাবরণ গড়ে উঠছে দুনিয়ার বুকে। নেপথ্যে রয়েছে মালেশিয়ার একটি বিমান ধ্বংসের ঘটনা। যে বিমান ধ্বংসের মূল কারিগর হিসেবে ধিকৃত হচ্ছে ইউক্রেনের রুশপন্থী জঙ্গিরা। সারা পৃথিবীর ছিঃছিঃকারের মুখেও অবিচল মস্কো। তাদের সাফাই এই ধরনের জঙ্গি হাঙ্গামার সঙ্গে রাশিয়া কোনও ভাবেই যুক্ত নয়। অন্যদিকে আমেরিকা থেকে শুরু করে সারা বিশ্বের অভিমত সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের বক্তব্য মালেশিয়ার বিমানে জঙ্গি হানা ঘটিয়ে শত শত মানুষের প্রাণ নিয়েছে রুশ সন্ত্রাসবাদীরা। যদিও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তাদের দেশ এই ধরনের কাজে লিপ্ত থাকে না। অথচ মালেশিয়ার এই বিমানে যে ভয়াবহ ক্ষেপনাস্ত্র দাগা হয়েছিল তাতে রাশিয়ার ছাপ স্পষ্ট। বোঝাই যাচ্ছে রুশ মদত ছাড়া এ ধরনের হামলা সম্ভব নয়। কিন্তু পুতিন এসব একেবারেই উড়িয়ে দিচ্ছেন। বরং রাশিয়ার পক্ষ থেকে আরও একটি কথা তুলে ধরা হচ্ছে। তা হল পুতিনের বিমানই নাকি লক্ষ্য ছিল জঙ্গিদের। এভাবে নিজেদের পাপ ঢাকার চেষ্টা করছে রাশিয়া। এটা শুধু আমেরিকা বা পুতিনের শত্রুদের কথা নয়। এই বিমান দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে যাওয়া পর্যবেক্ষক দলকে যেভাবে রুশপন্থী জঙ্গিরা ঘিরে রেখেছিল তাতে এই কথার সত্যতাই প্রমাণিত হয়। ইতিমধ্যেই পূর্বতন ইউএসএসআর-এর অন্তর্গত ক্রেমলিন গণভোটের মাধ্যমে দখল করে নিয়েছে রাশিয়া।

এরপর তাদের নজর ইউক্রেনের দিকে। একইভাবে তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান প্রভৃতি সাবেক ইউএসএসআর-এর সদস্য দেশগুলির দিকেও নজর দিচ্ছে তারা। নিরপেক্ষভাবে দেখলেও এমনই একটা ধারণা গড়ে উঠছে। রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার পর পৃথিবী জুড়ে যেভাবে মগের মুলুক চালিয়েছে আমেরিকা তা দুনিয়ার পক্ষে মোটেই হিতকর নয়। পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল রাশিয়া ভাঙনের পর। কিন্তু আমেরিকার এই দাদাগিরির মাঝে নতুন করে রুশ আধিপত্যের আগ্নেয়গিরির জেগে ওঠা শঙ্কিত করছে সভ্য সমাজকে। ত্রাহি ত্রাহি রব উঠছে সুধি নাগরিকদের মধ্যে।

আমেরিকা এবং রাশিয়ার চাপান উতোরে ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে আবহ। বিশ্বের উষ্ণায়নের বিপদের পাশাপাশি আমেরিকা এবং রাশিয়ার এই লড়াই এক অশনি সংকেতের জন্ম দিচ্ছে। গরমাগরম বিবৃতিকে কেন্দ্র করে নতুন করে দানা বাঁধছে হিংস্রতার। এমনিতেই আমেরিকা ও রাশিয়া চিরকাল যুযুধান প্রতিপক্ষ বলে চিহ্নিত। একসময় সারা পৃথিবী থরহরি কম্প থাকত এই দুই দেশের লড়াইকে কেন্দ্র করে। তখন অবশ্য রাশিয়া ছিল অখণ্ড। যাকে বলা হত ইউনাইটেড স্টেটস অফ সোভিয়েত রাশিয়া বা সংক্ষেপে ইউএসএসআর। অন্যদিকে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা ছিল ক্ষমতার অপর ভর কেন্দ্র। দুটি দেশের নীতি আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর। রাশিয়া যেরকম মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী তেমনই আমেরিকা ধনতন্ত্রের পূজারি। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সঙ্গে মতাদর্শগত বিরোধের জেরে পুঁজিবাদের ধারক-বাহক আমেরিকা অনেকটাই কোণঠাসা ছিল।

বিশেষ করে স্টালিনের আমলে রাশিয়াকে বেশ ভয় পেত আমেরিকা। পরবর্তীকালেও আমেরিকা এবং রাশিয়ার এই লড়াই অব্যাহত থেকেছে। আমেরিকার চিন্তার কারণ অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছিল বিভিন্ন দেশের রুশ শিবিরে সামিল হওয়া। স্বাধীনতার পর জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন ভারতও চলে আসে এই রাশিয়ান লবিতে। শোনা যায় পন্ডিত নেহরু ব্যক্তিগতভাবে সমাজতন্ত্রের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। সেটা আরও বোঝা যায় নেহরুর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দিকে তাকালে। যা কিছুটা রাশিয়ার দ্বারা প্রভাবিত বা রাশিয়ান মডেল বলা যেতে পারে। কিন্তু অবাক হতে হয়, এটা ভেবে আরও এক সমাজতন্ত্রী দেশনায়ক নেতাজির প্রতি কেন এত ঈর্ষান্বিত ছিলেন পন্ডিত নেহরু।

শুধু ভারত নয়, পূর্ব ইউরোপের বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, সাবেক যুগোস্লাভিয়া, পূর্বতন চেকোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশ সেইসময় তৎকালীন ইউএসএসআর-এর নেতৃত্ব মেনে চলত। ভারতের উদ্বেগ বাড়িয়ে পাকিস্তান এবং চিন প্রথম থেকেই সামিল হয়েছিল আমেরিকার লবিতে। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের বৈরিতা তৈরির মূল কারণ হিসেবেও ধরা হয় আমেরিকার মদত। একদিকে ভারতীয় সেনাকে শক্তিশালী করে তুলতে রাশিয়া যেমন অত্যাধুনিক অস্ত্র সরবরাহ করত তেমনই আবার আমেরিকা ভারতকে চাপে রাখতে পাকিস্তানকে বিভিন্ন যুদ্ধ সরঞ্জাম পাঠাত। শুধু ভারত-পাকিস্তান বলে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন পড়শী দেশের মধ্যে যুদ্ধকালীন আবহ গড়ে তুলেছিল আমেরিকা এবং রাশিয়ার এই ঠাণ্ডা লড়াই।

এমনকী সে সময় মনে করা হচ্ছিল এই দুই দেশের উত্তেজনাকে ঘিরে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ না বেধে যায়। পরিস্থিতি অবশ্য সেদিকে যায়নি। তবে ছোট-খাটো যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি থাকত প্রায়শই। কখনও তালিবানিদের মদত যোগানো আবার কখনও ওসামা বিন লাদেনের মতো সন্ত্রাসবাদীকে প্রশ্রয় দেওয়া এইসব কাজে আমেরিকা এবং রাশিয়া সলতে পাকিয়েছিল। পৃথিবীর আবহটাই সারাক্ষণ যুদ্ধঘন মেজাজে পরিণত হয়েছিল। অনেকটা সত্যজিৎ রায়ের হল্লার রাজার মতো 'যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায়' মেতে উঠত তামাম বিশ্ব। পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে নব্বই দশক থেকে। সারা পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আধুনিকীকরণের নবজাগরণ শুরু হয়। সেসময় উদার অর্থনীতির বেড়াজালে মেতে ওঠে সারা দুনিয়া। এই বিশ্বায়নের ছোঁয়া থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে পারেনি ইউএসএসআর-ও।

কখনও তালিবানিদের মদত যোগানো আবার কখনও ওসামা বিন লাদেনের মতো সন্ত্রাসবাদীকে প্রশ্রয় দেওয়া এইসব কাজে আমেরিকা এবং রাশিয়া সলতে পাকিয়েছিল।

আর সেই সময় রাশিয়ার প্রধান হিসেবে আবির্ভাব ঘটে এমন এক মানুষের যিনি নাকি আমেরিকার মদতপুষ্ট ছিলেন। পরবর্তীকালে শান্তির জন্য নোবেলপ্রাপ্ত গোর্বাচেভের ভূমিকা নিয়ে বহু সন্দেহ জেগেছে। পরবর্তীকালে গোর্বাচেভের অসমাপ্ত কাজ পরিপূরণ করেন তাঁর উত্তরসূরী বরিস ইয়েলৎসিন। এদের প্রধান কাজই ছিল রাশিয়ার ভিতরকার যাবতীয় খবরা-খবর সারা বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া। এভাবেই ফোঁপরা হতে থাকে পূর্বতন সংযুক্ত রাশিয়া। তাদের দেশেই শুরু হয় মার্কিন হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার আবহ। বস্তুত সেই সময় এই নিয়ে রীতিমতো পথে নামেন আম রুশ নাগরিক। পেরেস্ত্রৈকা এবং গ্লাসনস্ত-এর মাধ্যমে রাশিয়ায় পুনর্মূল্যায়ণ ঘটাতে শুরু করেন এই নব্য রাশিয়ার জনকরা। প্রতিক্রিয়াশীল আমেরিকার চক্রান্তেই রাশিয়া নাকি খণ্ড বিখণ্ড হয়েছিল এই দাবি করেন একদল বুদ্ধিজীবী। আবার এর বিপরীত মতও রয়েছে। তাদের মতে কমিউনিজমের নামে রাশিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে কায়েম করা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে মুক্তি পেতে সেদেশের নাগরিকরা উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। তার ফলস্বরূপ আমেরিকার বিশ্বায়নের রথে সওয়ার হতে চায় রাশিয়া। পরবর্তীকালে রাশিয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে পৃথিবীর বুকে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদের অশ্বমেধের ঘোড়া গড়িয়ে নিয়ে যেতে থাকে মার্কিনরা। এমতাবস্থায় ২০১৩-র মাঝামাঝি সময় থেকেই বিশ্বের দুই তাবড় শক্তির মধ্যেকার রসায়নটা পাল্টাতে শুরু করে। যার নেপথ্যে নিঃসন্দেহে রয়েছে ক্রেমলিন এবং ইউক্রেনে উপর্যুপরি রাশিয়ান আগ্রাসী মনোভাব। এই নতুন ঘটনায় নিঃসন্দেহে পৃথিবীর বুকে দামামা বেজে উঠেছে উত্তেজনার। তবে কী আবারও নিজেদের সংযুক্ত করে মার্কিনীদের চাপে ফেলে দিতে চলেছে রাশিয়া? মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-এর সঙ্গে নিজেদের পুরোনো লড়াই ঝালিয়ে নিতে চলেছে রাশিয়ান গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি? এমনই অনেক প্রশ্ন নিয়ে আগামী দিনে মুখরিত হবে ভবিষ্যৎ দুনিয়া। আশা থাকবে হানাহানির পরিবেশ নিশ্চয়ই তৈরি হবে না এই যুদ্ধকালীন আবহ থেকে।

প্রাণী সম্পদ বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদের প্রতিবাদ পূর্ণেন্দু'র

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত সংখ্যার আলিপুর বার্তায় প্রাণী সম্পদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ কোটি টাকার তছরূপ বিষয়ক যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যা-লয়ের বর্তমান রেজিস্টার ডঃ পূর্ণেন্দু বিশ্বাস। এই প্রতিবাদ পত্রে তিনি সংবাদে পরিবেশিত তথ্য মিথ্যা ও বানানো বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন তাঁর সম্মান কলুষিত করতেই এই সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দূরাভাষে শ্রী বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ কোটি টাকা তছরূপের ঘটনা সত্য হলেও তিনি মোটেই অভিযুক্ত নন এবং কোনওদিনই তিনি গ্রেফতার হননি। এ ব্যাপারে পুলিশি তদন্ত হয়েছে কিন্তু তাঁকে কোনওদিনই ধরা হয়নি। তিনি আরও জানান, পুলিশ কেন এতদিনে চার্জশিট দিতে পারল না তা পুলিশের ব্যাপার। তবে বহু সংস্থায় এরকম জালিয়াতি হয়েছে কিছু ব্যক্তি গ্রেফতারও হয়েছে, এমনকি বেশ কিছু টাকাও উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের খোয়া যাওয়া ৫ কোটি টাকার মধ্যে ১ কোটি টাকা ফেরত পাওয়ারও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

আলিপুর বার্তার সম্পাদকের বক্তব্য: আলিপুর বার্তা একটি দীর্ঘদিনের পত্রিকা। চিরকালই মানুষের সামনে সত্য সংবাদ পরিবেশন করে। প্রাণী সম্পদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ কোটি টাকা তছরূপের ঘটনায় তিন বছরেও কেন চার্জশিট জমা পড়েনি, কাউকে আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে কিনা — এটাই ছিল সংবাদের মূল উদ্দেশ্য। কাউকে কালিমালিপ্ত করা বা কারোর সম্মানহানি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে তছরূপের ঘটনায় গ্রেফতার প্রসঙ্গে প্রতিবেদকের বোঝার ভুলে তথ্যে ত্রুটি থেকে গিয়েছে। এক্ষেত্রে চেকে দুই সাক্ষরকারীর মধ্যে গ্রেফতার হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স অফিসার নারায়ন দেবনাথ। রেজিস্টার পূর্ণেন্দু বিশ্বাস গ্রেফতার হননি। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা অবশ্যই দুঃখ প্রকাশ করছি। এজন্য পূর্ণেন্দুবাবুর সম্মানহানি হয়ে থাকলে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত ও দুঃখিত। পূর্ণেন্দুবাবুর সম্মানহানি আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য সত্য উদ্ঘাটন করা, অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে মানুষের সামনে তুলে ধরা। তবে পূর্ণেন্দুবাবু সত্য উদ্ঘাটনে আমাদের আরও তথ্য দেবেন বলে জানিয়েছেন, এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

যাওয়া আসার পথে-পথে

আমার আসল মোবাইল নম্বরটা দেব নাকি?

দীপককুমার বড় পণ্ডা

সেদিন এয়ারপোর্ট মাঝেরহাট লোকাল ট্রেনে যাচ্ছি। যেতে যেতে মন দিয়ে একটা বই পড়ছিলাম। বাইরে ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। ট্রেনটা বেশ ফাঁকা। আমার পাশে একজন, সামনের সারিতে দু'জন। তাঁদের একজন সিটে পা তুলে বসা। হঠাৎ শুনলাম, আমার সামনের সিটে যিনি বসেছিলেন, তিনি বলছেন, 'আজকাল দিনকাল বেশ খারাপ। মানুষ শুধু নিজেরাই কামাবে, কাউকে কিছু দেবে না। এমনকি ভিখিরিদেরও বেশিরভাগ মানুষ পয়সা দিতে চায় না। সবাই কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে ছেড়ে দেয়।' বই থেকে চোখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, যিনি কথা বলছেন, তাঁর জামা-কাপড় এবং চেহারায় একটা দীনতা। মনে হল, খুব সাধারণ। অন্তত আপাতভাবে দেখে তাই মনে হল। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ। বই থেকে সেই ভদ্রলোকের কথায় মন দিলাম। তিনি বলছেন, 'আচ্ছা বলুন, সবাই যদি নমস্কার করে চলে যায়, তবে বয়স্ক ভিখিরিদের কী হবে? তাদের চলবে কী করে? আমরা তো কিছু রোজগার করছি, সেখান থেকে কিছু কিছু দিলেই তো ওদের চলে যায়। আমাদের ঘরেও তো বাবা-মা'রা আছেন। বয়স্কদের অন্তত আমাদের সাহায্য করা দরকার।' তিনি এটা যেন সবাইকে বিনীতভাবে জানাতে চান।

বছর পাঁচেক আগের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। একদিন কলকাতার উল্টোডাঙায় 'হাডকো'র কাছে ফ্লাইওভার-এ দাঁড়িয়ে আছি, আমি এবং আমার এক বন্ধু। সামনে এক প্রৌঢ়া এলেন। সাদা থান, খানিকটা পরিপাটি করে পরা। বললেন, 'সারাদিন কিছু খাইনি। কিছু সাহায্য করবেন?' বন্ধুটি একটি দু' টাকার কয়েন এগিয়ে দিল। প্রৌঢ়া বললেন, 'ওটা রেখে দিন।' একটু অবাক হলাম। বললাম, 'কেন?' উনি বললেন, 'দশ টাকা দিতে পারবেন? আমি দশ টাকার কমে নিই না।' চমকে উঠলাম। ভদ্রমহিলা আর দাঁড়ালেন না, সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর যাওয়ার দিকে লক্ষ্য করছি। খানিকটা যাওয়ার পর দেখলাম, আবার একজনের কাছে উনি হাত পাতলেন। ভদ্রলোক ওঁর দাবি মতো দশ টাকাই দিলেন। বন্ধুটিকে বললাম, উনি তো দু'টাকাটাও নিতে পারতেন। ওতে তো ওঁর কোনও ক্ষতি ছিল না। বন্ধুটি বলল, 'ওতে ওঁর মর্যাদা কমতো। উনি দু'টাকাটা নিলে হয়তো আর যেতেন। পরের বার ওঁকে টাকা দেওয়ার সময় আমিও ভাবব, দশ টাকা দেওয়া যায় কিনা। ওঁর স্টেটাসটা ঠিক রাখলেন।' বন্ধুটির ব্যাখ্যা মন্দ লাগে না।

আমার ভাবনা থেকে বেরিয়ে এলাম। এখন আবার আমার সেই সহযাত্রীদের কথা শুনছি। প্রথম জন-এর কথায় দ্বিতীয় জন বললেন, 'বুঝলি, কাশীতে কেউ পঞ্চাশ পয়সা নেয় না।' এঁর বয়স পঞ্চাশ খানিক। চোখে মোটা কাঁচের চশমা। সেটা নাকের ওপর পরা। প্রথম জন বললেন, 'এখানেও নেয় না। কী করে নেবে, পঞ্চাশ পয়সায় আজকাল কিছু হয়? এক কেজি চালের দাম কত বল্ দেখি! এরজন্য আমি প্যান্টের পকেটে এক টাকা, দু'টাকার কয়েন আলাদা করে রেখে দিই। বয়স্ক ভিখিরি দেখলেই ওখান থেকে কয়েন বার করে দিই।' দ্বিতীয় জন বললেন, 'বলতে পারবি, ভিখিরি আর ভিক্ষুক-এর তফাৎ কী?'

প্রথম জনের উত্তর, 'দুটোই এককথা। ওটা সাহিত্যের শুধু তফাৎ।'

দ্বিতীয় জন-এর জবাব, 'সাহিত্য নয়, ভিখিরি মানে যাঁরা আমাদের সামনে এসে যারা হাত পেতে টাকা চায়। আর ভিক্ষুক হচ্ছে যারা ভেক ধরে টাকা নেয়। ওরা বিভিন্ন জায়গায় সেজেগুজে বসে থাকে। লোকে ওদের কাছে যায়। ওই ভেকধারীদের সবাই খুশি করে। ওরা ভালো টাকা কামাই করে। ওদের বাড়ি-ঘর সব মোজাইক করা।'

প্রথম জন বললেন, 'অত ভেবে লাভ নেই। যা রোজগার করছি, এর কিছুটা এই সমাজের জন্য দিয়ে যাই।' এইসব কথোপকথন চলার সময় আমিও কখন যেন ওঁদের মধ্যে ঢুকে পড়ি। জানার চেষ্টা করি এঁদের পেশা কী, কতটা পড়াশোনা করেছেন, কোথায় থাকেন? দুই জন জানান, ওঁদের বাড়ি হাবড়ায়। এঁরা কূপন স্ক্র্যাচ করার ব্যবসা করেন। অর্থাৎ, একটি কূপন তিরিশ টাকা দিয়ে কিনতে হয়, সেই কূপন-এর লেভেল তুললে, ওতে যা লেখা থাকবে ওটা ৭২১ টাকা দিয়ে দোকান থেকে পাওয়া যাবে। আমি এই ব্যবসাটা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করছি দেখে, প্রথম জন বললেন, 'আপনি কিনবেন?' উত্তর দেওয়ার আগে উনি বললেন, 'এগুলো

'ওটা রেখে দিন।' একটু অবাক হলাম। বললাম, 'কেন?' উনি বললেন, 'দশ টাকা দিতে পারবেন? আমি দশ টাকার কমে নিই না।'

কিনবেন না। এইসব খারাপ জিনিস। এইসব দু'-একদিন ব্যবহার করার পর ফেলে দিতে হয়। এরজন্য আমরা একজায়গায় বেশিদিন থাকি না। দু'-একমাস ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি, এরপর আবার অন্য জায়গায় চলে যাই। সাধারণত শহরতলি বা গ্রামের দিকে ঘুরে বেড়াই রাস্তায় রাস্তায়। লোক বুঝে নিজের তাল খোঁজার চেষ্টা করি।'

কেমন অবাক লাগে। যিনি নিজে এই ব্যবসাটা করছেন, তিনি নিজের ব্যবসার গাফিলতির কথা বলছেন। নিজে যে লোক ঠকান, সেটা বলছেন! কৌতূহলী হই আরও। জানতে পারি, প্রথম মানুষটি রমেশ দাস। ক্লাস নাইন পাশ। কূপনগুলির পেছনে স্ট্যাম্প লাগিয়ে তাঁর নাম এবং একটা মোবাইল নম্বর দেওয়া আছে। মোবাইল নম্বরটা নেব কিনা জিজ্ঞেস করি। রমেশ বলেন, 'কী হবে, ওতে আমাকে কোনওদিন পাবেন না। ওটা ফলস্ নম্বর। কাস্টমারদের বিশ্বাস বাড়ানোর জন্য ওটা দেওয়া থাকে।' মুখটা শুকিয়ে যায় রমেশের। বলেন, 'খারাপ লাগে এসব করতে, কিন্তু এটা না করলে তো অসুস্থ মেয়েকে আর তার মা-কে বাঁচাতে পারবো না।'

– কেন কী হয়েছে ওদের? জানতে চাই।

– কঠিন অসুখ ওদের। মেয়ে তো মরেই গিয়েছিল, কোনওরকমে ডাক্তার বাঁচিয়েছে। আর আমার বউটার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। দু'জনের চিকিৎসার জন্য তিন লাখ-এর বেশি টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। ওই টাকা জোগাড় করার জন্য পোল্ট্রি ফার্মটা বেচে দিয়েছি। ওইটা বেচার পর এখন এই কূপন বিক্রি করি। আমার ইনকামের চেয়ে অ্যাক্সিডেন্ট বেশি। কিন্তু এইভাবে লোক ঠকাতে ভালো লাগে না।

দ্বিতীয় জন রমেশকে বলে, 'এখন ক'টা লোক আর সৎ পথে আছে বল্, শতকরা ৯০ টা লোকই দু'নম্বরি করছে। তোর আমার করতে বাধা কোথায়? আর এসব না করলে বাঁচব নাকি?' রমেশের একথাটা পছন্দ হয় না। অন্য কথায় ঢুকে পড়েন। রমেশ বলেন, 'আমি গ্রামে টিএমসি করি। কিন্তু পঞ্চায়েতের কোনও সুযোগ সুবিধা পাই না। বাংলাদেশ থেকে যেসব লোক আসছে, তারা টাকা-পয়সা খাইয়ে সরকারি সুযোগ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে।'

– আপনি বাংলাদেশ থেকে আসেননি? জানতে চাই।

– হ্যাঁ, আমরাও বাংলাদেশি। তবে, ১৯৬৫ সালের আগে এসেছি। এখন যারা আসছে, তাদের কাছেই আমাদের নেতারা ঘুরঘুর করে। ওদের থেকে ভাল টাকা কামাই হয়। এক একটা কেসে ভাল টাকা খায়।

এই অভিযোগটাই ভোটের আগে বাসে যেতে যেতে করেছিলেন কাকদ্বীপ-এর এক অবসর পাওয়া প্রাথমিক শিক্ষক। তিনিও বলেছিলেন, এখন নেতারা বাংলাদেশ থেকে সদ্য আসা মানুষদের সব সুযোগ সুবিধা দেয়। বুঝতে পারি, উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপের সমস্যাটা একরকম।

এখন ট্রেন খিদিরপুর স্টেশনে ডক-এর পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে চলছে। হঠাৎ খেয়াল করি, ওই দু'জনের দ্বিতীয় জন বলাই একজনকে বোঝাচ্ছেন খিদিরপুর-এর আগের কথা। নাকের ওপর চশমা নামিয়ে দূরে জাহাজটার দিকে তাকিয়ে বলছেন, বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট কিড-এর ছেলে জেমস কিড ১৮০৭ সালে এখানে এই ডক প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নাম অনুযায়ী 'কিডারপুর' অঞ্চল তৈরি হয়। লোকের মুখে মুখে 'কিডারপুর' কখন যেন খিদিরপুর হয়ে গিয়েছে। অন্য একটা কথাও চালু আছে। খিদিরপুরে একসময় শুকরের বাজার বসত। শূকরকে আরবি ভাষায় 'খিঞ্জির' বলে। শূকরের হাট বসার কারণে, এই জায়গার নাম হয় 'খিঞ্জিরপুর'। সেটাই বদলে হয় খিদিরপুর। মাইকেল মদুসূদন দত্ত খিদিরপুরে কিছুদিন ছিলেন। এইসব শোনার পর বলাই বাবুকে জিজ্ঞেস করি,

– আপনি কতটা পড়াশোনা করেছেন?

– টেন ফেল। বলাই-এর দৃপ্ত উত্তর।

– আপনি এইসব জানলেন কোথা থেকে?

– কেন, বই পড়ে! উনি বেশ বিশ্বাসের সঙ্গে বললেন।

– কোন বই?

– কলকাতার সম্বন্ধে অনেক বই আছে। আপনি তো বই পড়ছিলেন, যে কোনও পুরনো লাইব্রেরিতে যাবেন, ঠিক ওইসব বই পেয়ে যাবেন।

ট্রেন মাঝেরহাট স্টেশনে ঢোকে। সবাই তাড়াহুড়ো করছি নামার জন্য। হঠাৎ রমেশ বললেন, 'জানেন তো আমার দু'লক্ষ টাকা জমানো আছে। সেইটা খরচ করব না, মেয়ের জন্য রাখব।' বুঝতে পারি পিতৃ-হৃদয় চিন্তামুক্ত হতে চায়, এই সঞ্চয়ের কথা উচ্চারণ করে বিদায় জানাই। বলাই বলেন, 'দেখবেন, আবার দেখা হয়ে যাবে।'

আর রমেশ বললেন, 'আমার আসল মোবাইল নম্বরটা দেব নাকি?' মাঝেরহাট স্টেশনে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে নামা নিত্যযাত্রীরা তখন হুড়মুড় করে দৌড়চ্ছেন। রমেশ, বলাই তাঁদের মধ্যে ভিড়ে মিশে যান।

গাদিয়াড়ার লজগুলিতে অবৈধ দেহ ব্যবসা, নির্বিকার প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্রীষ্মের ছুটি বা পুজোর ছুটি পেলেই ভ্রমণ রসিকগণ চলে আসতেন রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থিত গাদিয়ারাতে। কেউ আসতেন সাংসারিক চাপ থেকে ক্ষণিকের মুক্তি পেতে। আবার কেউ আসতেন দুমুখী মোহনার মধ্যাংশে পরির ডানার মতো আছড়ে পড়া ঢেউ ও নিরিবিলি মনোরম পরিবেশ উপভোগ করার জন্য। অনেকেই এই মন ভোলানো পরিবেশে আবদ্ধ হয়ে প্রত্যেক ছুটি বা বছর বছর আসতেন। আবাসনগুলির আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফুটপাতের দোকান থেকে শুরু করে হকার বা গুমটি তাদের প্রত্যেকেরই কপালে মাছ–ভাত না জুটলেও ডাল–ভাত জুটত। কিন্তু আজ বঙ্গোপসাগর থেকে ঢেউ ভেসে আসা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি যা গাদিয়াড়ার সমস্ত ঐতিহ্য ও রূপটাই পাল্টে দিয়েছে। তার ফলে পাড়ের বুকে আছড়ে পড়া ঢেউ আর এই হতভাগ্য মনোরম পরিবেশ রাখতে পারল না নিজেদের প্রভাব। রাখতে পারল না সরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠে নদের পাড়ে বসার বেদিগুলির নিজস্ব সম্মান। কেউ বসে সুদূর প্রান্তে তাকিয়ে কি যেন একটা ভাবছে, বছর কয়েক আগে এরকমই শান্ত পরিবেশে দেখা যেত। এখন তার বদলে এসেছে রাধা–কৃষ্ণের রাসলীলা, আর আবাসনগুলির ঝোলা বারান্দাতে লতানো ফুল গাছের বদলে এসেছে ষোড়শী থেকে পঞ্চদশী যুবতী ও মহিলাদের ঘনিষ্ঠের হাতছানি ও প্রেমের দৃষ্টি। তাই আজ আর কেউই রূপনারায়ণের জলে স্নান করতে আসে না। আসে না কেউ মনোরম পরিবেশে বেড়াতে। আসে শুধু যৌবনের ঢেউয়ে ভাসতে। এই মহাসমুদ্রে নামার জন্য সহযোগিতা করছে মদ। পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে চলছে কিছু গুমটি দোকানগুলিতে বে–আইনিভাবে মদ বিক্রি। এমনই কথা জানিয়েছেন, স্থানীয় বাসিন্দা গোপাল দাস, নির্মল মণ্ডলরা। স্থানীয় বাসিন্দা হারাধনবাবুর কথায় কিছুদিন আগে এক বেসরকারি আবাসনের মালিক অবৈধভাবে দেহ ব্যবসা চালানোর জন্য পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি কোনও অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে মুক্তিও পেয়েছিলেন।

আগে দেখা যেত পুজোর সময়ই বেশি ভ্রমণকারীরা বেড়াতে আসত। এখন প্রায় সবসময়ই দু–চারজন আসে কিন্তু অবার কিছুক্ষণ থেকে চলে যায়। তার ফলে সামগ্রিক দ্রব্যের দোকানগুলি অচলের মুখে। স্থানীয় এক দোকানদার জানালেন, বাঁধা যে সমস্ত ছোটো–বড় দোকানগুলি রয়েছে সেগুলিও কোনওরকম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। যে সব দরিদ্র বাড়ির ছেলেমেয়েরা ফুল, ডাব, কিছু ঘরোয়া ফল ও যাবতীয় নেশার দ্রব্য বিক্রি করত তারাও এখন আর নেই আগের মতো। পুজো বা ছুটির দিনগুলিতে দু–একজনকে দেখা যায়। কোনওদিন দু'বেলা ভাত জোটে তো আবার কোনও দিন তাও জোটে না।

গাদিয়াড়ার অপর পাড়ে গেঁওখালি ও নুরপুর অবস্থিত। তারই গুটিকয়েক যাত্রী প্রয়োজনে গাদিয়াড়ার জেটি দিয়ে পারাপার করে। আগের মতো এলাকাবাসীদের আনাগোনা কম হওয়াতেই বেসরকারি আবাসনগুলিতে অবৈধ দেহ ব্যবসার সৃষ্টি

হয়েছে। তাই এই পর্যটন কেন্দ্র নতুন ইতিহাসে পদার্পণ করছে। সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে বেসরকারি অবাসনগুলিতে দূর দূরান্তের যাত্রীদের থেকে স্থানীয় স্কুল–কলেজের ছাত্রছাত্রীরাই বেশি আনন্দ উপভোগ করতে আসে। স্কুল–কলেজের ছাত্রাছাত্রীরা তাদের প্রেমিক–প্রেমিকাদের সঙ্গে করে নিয়ে এসে কোনও একটি লজে ওঠে। কয়েক ঘণ্টার জন্য ঘর ভাড়া নিয়ে যৌবনের রূপ সাগরে ভেলা ভাসিয়ে দেয়। কয়েকমাস আগে শ্যামপুর থানার পুলিশ বেশ কয়েকটি লজে হানা দিয়ে লজগুলির ঘর থেকে কয়েক জোড়া স্কুল–কলেজের ছাত্রছাত্রীকে আপত্তিকর অবস্থায় ধরে। কোনও কোনও লজ মালিক আবার টাকা দিয়ে মক্ষীরাণী রাখে, খদ্দেরদের মনোরঞ্জন করার জন্য।

প্রতিবছর হাওড়া জেলা পরিষদের মাধ্যমে গাদিয়াড়ায় উন্নয়নের জন্য টাকা আসলেও নেতা–নেত্রীরা কেউ উন্নয়নের প্রত্যাশা না করলে সেই টাকা আবার ফেরৎ চলে যায়। প্রশাসনের কাছে লজ মালিকদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ জানালেও প্রশাসন কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। তবে প্রাত্যহিক যে কোনও জন্য বা গাদিয়াড়ার বাসস্ট্যান্ড থেকে কোনও না কোনও এক মাতালকে গ্রেফতার করে এবং ঘণ্টা খানেক পরে ছেড়েও দেয়। সাধারণ মানুষ যদিও এটাকে পুলিশের রোজ রুটিন ছাড়া অন্য কিছু মনে করে না। কিন্তু মদ বিক্রি ও দেহ ব্যবসার জন্য দায়ী বলে মনে করে পুলিশকেই। শ্যামপুর থানার ওসি'র কথায়, 'আমি সরাসরি রেড করতে পারি না ও পারব না। ওপর থেকে এসডিপিও আদেশ দিলে তবেই রেড করতে পারব।' এ নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের ধারণা প্রশাসন লজ মালিকদের কাছ থেকে মাসোহারা নিয়ে বসে আছে। সে জন্যই নিজেরা এত দুর্বল। শ্যামপুর থানার পর্যটন কেন্দ্র দুটো– গড়চুমুক ও গাদিয়াড়া। এদের মধ্যে অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র গাদিয়াড়া। যদি প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতা–নেত্রীরা একটু লক্ষ্য করে তাহলে হাওড়া জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠবে গাদিয়াড়া। এর ফলে স্থানীয় মানুষের ঘরে হাঁড়ি চড়বে ঠিক মতো।

হাওড়া স্টেশন কি এবার চোরাচালান চক্রের নজরে?

একের পাতার পর

১,৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের এই যুক্তিকে কোনওভাবেই পুলিশ বিশ্বাস করতে পারছে না। এত বেশি ঝুঁকির এবং এত দামি জিনিস পাচার করার পারিশ্রমিক মাত্র ১৫০০ টাকা? মানতে নারাজ পুলিশ। তাদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে তদন্তে নেমেছে শুল্ক দফতর। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সোনার বিস্কুটগুলির আনুমানিক মূল্য ৬০ লক্ষ টাকা। পুলিশ মনে করছে দুবাই–এ তৈরি হওয়া সোনার বিস্কুটগুলি প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ হয়ে চোরাই পথে সীমান্ত পেরিয়ে এ রাজ্যে এসেছিল। পরে ট্রেন পথে বিহারে পাচার করার চেষ্টা হচ্ছিল। বিমান পথের অত্যন্ত কড়াকড়ি এড়াতে চেড়েছিল পাচারকারীরা। এর আগে ডাউন জামালপুর এক্সপ্রেস–সহ অন্যান্য ট্রেনে বিহার থেকে আনা চোরাই আগ্নেয়াস্ত্র ধরা পড়েছে হাওড়া স্টেশনে। একবার–দুবার নয় বেশ কয়েকবার এমন ঘটনা ঘটেছে। এবার স্টেশন লাগোয়া বাসস্ট্যান্ডে প্রথমে চোরাই রূপো পরে খোদ স্টেশনে চোরাই বিদেশি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হওয়ায় কপালে ভাঁজ পড়েছে পুলিশে।

তবে কি চোরাচালান চক্র হাওড়া স্টেশনকে তাদের ট্রানজিট রুট করে তুলতে চাইছে? বিষয়টি অত্যন্ত ভাবাচ্ছে পুলিশকে। অঙ্কুরেই অপরাধ চক্রকে আটকাতে রেল পুলিশ, সিটি পুলিশ এবং আরপিএফ মিলে যৌথ নজরদারি বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে বলে সিটি পুলিশ এবং রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

সাহিত্যে উত্তমকুমার

প্রিয়ম গুহ:২৪ জুলাই মহানায়কের প্রয়াণ দিবসে শরৎচন্দ্রের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হল একটি অভিনব আলোচনা সভা। এই সভায় বক্তব্য রাখলেন ডঃ শঙ্কর ঘোষ, বিষয় ছিল উত্তমকুমারের অভিনীত যে সকল ছায়াছবি চিত্রিত হয়েছে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের উপন্যাস অবলম্বনে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার এবং ডঃ কানন বিহারী গোস্বামী। শ্রাবণের ধারাকে উপেক্ষা করে প্রায় ৬০ জন উত্তমপ্রেমী সফল করে তুলেছিলেন অনুষ্ঠানটি।

সুন্দরবনের ছাত্রীদের স্বাবলম্বী করে তুলতে জেলায় ৬টি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হচ্ছে: মন্টুরাম পাখিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বুধবার বেলা সাড়ে ১১টায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের কাকদ্বীপ শাখা কার্যালয়ের দফতরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শক্রমে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ ও সুন্দরবন বিষয়ক দফতরের আর্থিক সহায়তায় ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে ৩১৫টি স্কুলের মোট ৩৩ হাজার ২০৯ জন নবম শ্রেণির ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে সাইকেল প্রদান করা হয়। এর মধ্যে কাকদ্বীপ শাখায় ১৭২টি স্কুলের ১১,৫৫৭টি সাইকেল ছাত্রীদের হাতে তুলে দেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। ক্যানিং শাখার বন্ধুমহল প্রাঙ্গনে ১০টি স্কুলের ১৭৮০টি সাইকেল ছাত্রীদের হাতে তুলে দেন সুন্দরবন বিষয়ক দফতরের সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, জেলা পারিষদের সহকারি সহ–সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী। বাকি সাইকেল সুন্দরবনের ১৯টি ব্লকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন ও সেচ ও জলপথ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'সুন্দরবনের ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই প্রয়াস। নারী জাতির সামাজিক উন্নয়ন ও স্বাবলম্বী সুন্দরবন গড়ে তুলতে মা–মাটি–মানুষের সরকার বদ্ধপরিকর। শুধু সাইকেল প্রদান নয়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চালু হচ্ছে কন্যাশ্রী প্রকল্প। যা ভারতবর্ষের মধ্যে এক বিরল দৃষ্টান্ত।' সুন্দরবনের মেয়েদের পাচার হয়ে যাওয়া বা বাল্যবিবাহ রোধেও বড় ভূমিকা নিতে পারে শিক্ষার উন্নয়ন। মন্ত্রী আরও বলেন, ছাত্রীদের স্বাবলম্বী করে তুলতে সুন্দরবনে ৬টি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে পাথরপ্রতিমা ব্লকে ১টি হোস্টেলের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার বাসন্তী ব্লকে ১টি হোস্টেলের কাজ শুরু হবে। অনেক ছাত্রী আছে যাদের অনেক দূর থেকে স্কুলে আসতে হয়। তাদের অভিভাবকরা অনেক সময় দূর বলে ছাত্রীকে স্কুলে আসতে দেয় না, ফলে ছাত্রীটির পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। এই সমস্ত ছাত্রীদের কথা চিন্তাভাবনা করে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে ৬টি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করার পরিকল্পনা বাস্তব রূপ নিতে চলেছে। ফলে বহু ছাত্রী উপকৃত হবে। মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন ছাত্রীরা এই সাইকেলের সাহায্যে যাতে আরও দ্রুত স্কুলে আসতে পারে তার জন্য ২০১৭ সালের মধ্যে কোনও মাটির রাস্তা থাকবে না। সমস্ত মাটির রাস্তাগুলি পাকা ঢালাই কংক্রিট এবং ইটের রাস্তা নির্মাণ করা হবে। এছাড়া যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। ৭টি নতুন ব্রিজ নির্মাণ করা হবে। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাথরপ্রতিমা কেন্দ্রের বিধায়ক সমীর জানা, গোসাবা কেন্দ্রের বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর, নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালিক, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের যুগ্ম প্রকল্প অধিকর্তা শিউলি মাইতি প্রমুখ।

জমি দিতে রাজি নয় সুন্দরবনবাসী

একের পাতার পর

ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন না পেলে জমি ছাড়ব না। গ্রামবাসীদের এই দাবির কথা শুনে মন্ত্রী বলেন, আপনারা সুন্দরবনকে বাঁচাতে জমি দিন। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবে সরকার। আইলার জন্য যে জমি নেওয়া হয়েছে সেই টাকাও দ্রুত দেওয়া হবে। আপনাদের দাবি সরকার মানবিকভাবে দেখবে। রাজীবের কথার রেশ ধরে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, আপনারা জমি দিন। ন্যায্য ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হবেন না। এরপর নামখানার দেবনগর ও দ্বারিকনগরের ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন মন্ত্রী। পরিদর্শন শেষে নামখানায় সেচ দফতরের আধিকারিক ও বাস্তুকারদের সঙ্গে মন্ত্রী জরুরি বৈঠক করে বলেন, বর্ষার পর স্থায়ীভাবে বাঁধ তৈরি করা হবে। আপাতত কোটালের জল আটকাতে জরুরি ভিত্তিতে বাঁধ মেরামতি করা হচ্ছে। বাঁধের কাজে ঠিকাদাররা গাফিলতি করলে বাতিল করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: শুক্রবার বিকেলে এক নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার হল এক ব্যক্তি। ধৃত ব্যক্তির নাম আব্বাসউদ্দিন গাজী। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমার গোসাবা থানার আরামপুর গ্রামে।

বাঘের হানায় নিখোঁজ মৎস্যজীবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা: শুক্রবার সকালে নদীতে কাঁকড়া ধরার সময় হঠাৎ করেই বাঘের সামনে পড়ে যায় এক মৎস্যজীবী। বিন্দাখালি গ্রামের বাসিন্দা সন্তোষ মণ্ডলকে জঙ্গলে নিয়ে চলে যায় বাঘ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের পঞ্চমুখানি ১ জঙ্গলে।

বারুইপুর সাফাই কর্মীদের ২৪টি ফ্ল্যাটের চাবি বিতরণ

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার, বারুইপুর: গান্ধিজী হরিজনদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এরপর সময়ের তালে তাল মিলিয়ে তাদের বলা হত ঝারুদার বা জমাদার, পরে তাদের নাম দেওয়া হল সাফাই কর্মী। চিরকাল সমাজের চোখে এদের এক শ্রেণীর নিচু জাতের লোক বলে আখ্যা দেওয়া হত। এরাই ছিল সমাজের সত্যিকারের ভগবান। এই অবহেলিত সাফাই কর্মীদের পাশে দাঁড়াল বারুইপুর পুরসভার তৃণমূল বোর্ড। তাদের চিন্তাভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করা হল এই সাফাই কর্মীদের বাসস্থানের বন্দোবস্ত করে। কেন্দ্রীয় সরকারের জেএনএনইউ আর এম প্রকল্পের অধীনে বিএসইউপি'র তৃতীয় পর্যায়ে নব নির্মিত সাফাই কর্মীদের বাসস্থান বাস্তবে রূপায়িত করল বারুইপুর পুরসভা। প্রথম পর্যায়ে নির্মিত ২৪টি ফ্ল্যাটের চাবি তুলে দিলেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায় চৌধুরী, বারুইপুর মহকুমা শাসক পার্থ আচার্য ও অন্যান্য কাউন্সিলাররা। এরপর বাকি ১০ জনকে ছয় মাসের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের ফ্ল্যাট শেষ হলে চাবি তুলে দেওয়া হবে এই ঘোষণা করা হয়। পুরসভার মোট সাফাইকর্মী ৩৬ জন। এই ফ্ল্যাটে থাকছে দুটি করে ঘর, বাথরুম, রান্নাঘর। ফ্ল্যাটগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে যারা ভোগ দখল করবেন তাদের খরচায়।

লরি–মোটরবাইক সংঘর্ষ মৃত্যু–১, জখম–২

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী: শুক্রবার সকালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লরির সঙ্গে মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে মৃত্যু হয় বাইক চালকের এবং জখম হন ২ জন। মৃত চালকের নাম সফিক মোল্লা (৩৫)। জখম হন হাসান আলি মোল্লা, কালাম মোল্লা। তারা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার শিমূলতলা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্দেশখালির রামপুরহাট গ্রামের ওই তিন বাসিন্দা বাইকে করে ক্যানিং আসছিলেন। সেই সময় ক্যানিং থেকে একটি লরি যাচ্ছিল। হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরি–মোটরবাইকের সংঘর্ষে তিনজনই ছিটকে পড়ে যায় রাস্তার উপর। থানায় খবর দেওয়া হয়। জখমদের ক্যানিং হাসপাতালে নিয়ে গেলে সাফিক মোল্লাকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকরা। দেহটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টির পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে।

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি

রেজিঃ নং–S/6670

এতদ্বারা সমিতির সকল সভ্যকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনার জন্য আগামী ১৫ আগস্ট, ২০১৪ সকাল ১১টায় বিবেক নিকেতন প্রাঙ্গণে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সকলের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

তারিখ – ২৫.০৭.২০১৪

প্রণব গুহ
সাধারণ সম্পাদক

আলোচ্য সূচী

১। গত সাধারণ সভার বিবরণী পাঠ ও অনুসন্ধান
২। সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ
৩। বার্ষিক হিসেব পেশ
৪ সমিতির বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা
৫। বিবিধ

নাট্যশিল্পী, কলাকুশলীদের জন্য আর্থিক অনুদান প্রকল্প
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রবীণ, অবসরপ্রাপ্ত ও শারীরিকভাবে অক্ষম শিল্পী বা কলাকুশলী, যাঁরা দীর্ঘকাল এই রাজ্যর নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বর্তমানে আর্থিক দুরবস্থায় রয়েছেন, তাঁরা আবেদন করতে পারেন। যাঁরা যাত্রা বা অন্য কোনও শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের এখানে আবেদনের দরকার নেই। নীচে উল্লিখিত নির্দিষ্ট বয়ানে উপযুক্ত ভাবে লিখিত তথ্য ও শংসাপত্র যুক্ত করা আবেদনই গ্রাহ্য হবে। অসম্পূর্ণ বা নথিপত্র ছাড়া দাখিল করা দরখাস্ত বাতিল হবে।

যাঁরা নাট্য আকাদেমির এই অনুদান প্রকল্পে ইতিপূর্বে বিবেচিত হয়েছেন তাঁদেরকেও উপযুক্তভাবে নথিপত্র সহ আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। মাসিক আয় সংক্রান্ত বিষয়ে আবেদনকারী শিল্পী বা কলাকুশলীকে লোকসভার সদস্য/বিধানসভার সদস্য/পৌরপ্রধান/ জেলা পরিষদের সভাধিপতি/পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অথবা 'ক' শ্রেণিভুক্ত সরকারি আধিকারিকের শংসাপত্র জমা দিতে হবে।

নিম্নলিখিত তথ্যাবলি ও এক কপি ফটোসহ সাদা কাগজে ফর্মের আকারে আবেদন করতে হবে:– (নমুনা ফর্মের জন্য তথ্য ওসংস্কৃতিদপ্তরের জেলা/মহকুমা অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।)

১) নাম (বাংলা ও ইংরেজি হরফে), ২) ঠিকানা (জেলা, মহকুমা ও ফোন নম্বর লিখতে হবে), ৩) কতদিন নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন (সংশ্লিষ্ট নাট্যদলের বা পরিচালকের শংসাপত্রসহ), ৪) বয়স (ভোটের সচিত্র পরিচয়পত্র বা অন্য কোনও নথির প্রত্যায়িত নকলসহ), ৫) বর্তমান মাসিক আয় (উপযুক্ত শংসাপত্র যুক্ত করতে হবে), ৬) বি.পি.এল কার্ড–এর নম্বর (যতি থাকে ফটোকপি জমা দিতে হবে), ৭) অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা থেকে অনুদান বা ভাতা পেয়ে থাকলে তার বিবরণ, ৮) ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি থেকে কোনো অনুদান পেয়ে থাকলে তার বিবরণ, ৯) পারিবারিক আয়ের উপর নির্ভরশীল হলে সেই আয়ের পরিমাণ এবং পরিবারের সদস্য সংখ্যা, ১০) ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ক) নামের বানান (ইংরাজী), খ) ব্যাঙ্কের নাম, গ) ব্যাঙ্কের শাখা, ঘ) IFS Code (ব্যাঙ্কের শাখার), ১১) আবেদনকারীর হলফনামা : উপরে উল্লিখিত তথ্যাবলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য ১২) আবেদনকারীর স্বাক্ষর।

আবেদনপত্রটি সংশ্লিষ্ট মহকুমা বা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের দপ্তরে জমা দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি সদস্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা–৭০০০২০ (দূরভাষ: ০৩৩–২২২৩৪৭৮৬) এই ঠিকানায় আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে। সবক্ষেত্রে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর ২০ দিন। যে কোনো ক্ষেত্রেই তথ্য যাচাই করার বা অনুসন্ধানের অধিকার সরকারি কর্তৃপক্ষের থাকবে।

ICA-0000 (00)/2014

স্মারক নং ৮৭৬(১২) জে .ত.স.দ. ২৪ পরঃ (দঃ) তারিখ ১০/৭/১৪

Government of West Bengal
Office of the District Information & Cultural Officer
South 24 Parganas

Tender Notice

Sealed tenders are invited from the bonafied firms in respect of the Purchase of Desktop Computers along with its accessories as per following configuration for use in this office :-

Sl. No.	Make	Item description	Quantity
1	CPU (Wipro/Dell) Warranty- 3 years onsite Comprehensive	Intel 3rd Generation Core is based Processor	1
2		Mother Board	1
3		DDR3 RAM 4GB	1
4		500 GB Hard Disk Drive	1
5		DVD Writer	1
6		18.5" LCD Monitor (Dell)	1
7		Keyboard (Wipro & Dell)	1
8		Mouse (Wipro & Dell)	1
9		UPS-APC (700 VA line interactive backup) 12 min battery	1
10		HP Laser Jet Printer Speed up to 18 ppm, Resolutionb up Warranty-3 years onsite comprehensive	1
11		Canon DR 1259 Scanner	1

Interested bidders / Firms are requested top submit their tender addressed to District Information & Cultural Officer, South 24 Parganas on or before 08/08/2014. The undersigned reserves the right to accepts or to reject any quotation without assigning any reason whatsoever.

District Information & Cultural Officer
South 24 Parganas

স্মারক নং 911(2)/ জে. ত. স. দ., ২৪ পর: (দ:), তারিখ-২১-০৭-১৪

শৌর্য ও বীর্যে ভরা রাজপুতদের দেশ রাজস্থান

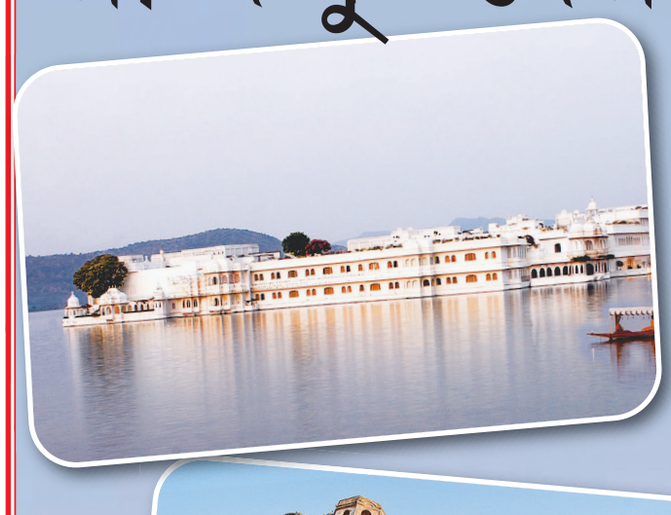

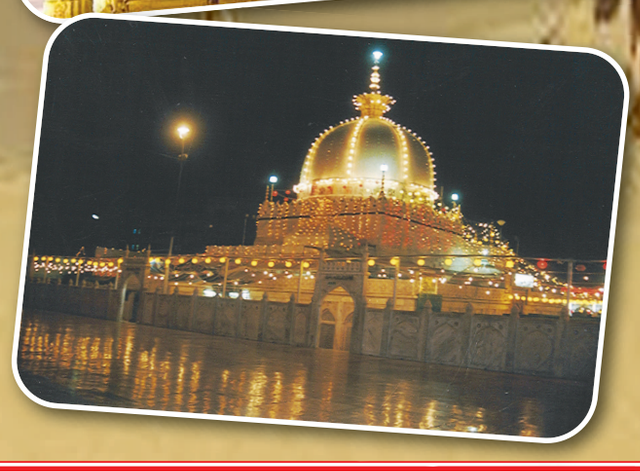

সুজিত চক্রবর্তী

শৌর্য আর বীর্যে ভরা রাজপুতদের দেশ রাজস্থান। এর আকাশে বাতাসে শোনা যায় মীরা বাঈয়ের ভজন। সারা রাজ্যেই শোনা যায় রানাদের অস্ত্রের ঝনঝনানি। রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর। আয়তন প্রায় ৩৪২২১৪ স্কোয়ার কিমি। প্রধান ভাষা হল রাজস্থানী। তার সঙ্গে চলে হিন্দি ও ইংরাজি। গরমের আধিক্য থাকা সত্ত্বেও সারাবছর ধরেই চলে পর্যটকদের আগমন। তবে বেড়াবার উপযুক্ত সময় হল অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস। বর্ষাতেও রাজস্থান কম লোভনীয় নয়। সবুজের ওড়না গায়ে দিয়ে পাহাড় আর লেকগুলি কানায় কানায় ভরে ওঠে এই সময়। তবে অঞ্চল ভেদে প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে এই স্থানে। আর অক্টোবরের শেষবেলা থেকে পড়ে হালকা শীতের পরশ। তাই হাল্কা উলের বস্ত্রের দরকার হয়ে যায় সময় বিশেষে।

প্রাক্তন আজমীর রাজ্যের সঙ্গে ২২টি দেশীয় রাজ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য রাজস্থান। আর সেই অনুপাতে লোক সংখ্যা কম। রাজস্থান রয়েছে আরাবল্লী পর্বত, আবু পাহাড় যারা রাজস্থানের বিউটি স্পট। ১৭২৭ মিটার উঁচুতে গুরুশিকর–এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ রাজস্থানের। তার উত্তর–পশ্চিমে রয়েছে বিস্তীর্ণ মরুভূমি। আর তারও উত্তর–পশ্চিমে পাকিস্তান। উটেরাই একমাত্র। যানবাহন এই মরু এলাকায়। আজ রাজস্থানে নানান জাতির বসবাস। অতীতে রাজপুতদের বীরত্বের বীর গাঁথার ইতিহাস কথা ভোলা যায় না। রানা কুম্ভ, বাপ্পা রাও, রানা প্রতাপ, ভীম সিংহরা আজ আর নেই। তবে তাঁদের কীর্তিকলাপের সাক্ষী সারা রাজস্থান জুড়ে আজও বর্তমান। তবে বর্তমানের রাজস্থান অধিক পরিচিত আমাদের নিকট তার বৈষয়িক বুদ্ধি, বাণিজ্যের জন্য। অতীতে ভাল আর মীনা সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণ, জাঠ, গুজর, গাদরা, লোহার, মেওটিস, প্যাটেল ও অহিল জাতির লোকেরা মিশে রয়েছে এই রাজ্যে বর্তমানে। কথিত আছে রাজপুতগণ নাকি রামায়ন, মহাভারত খ্যাত সূর্য্য ও চন্দ্র বংশোদ্ভূত। রাজস্থানের হাতের কাজের খ্যাতি আজ সারা বিশ্বজুড়ে। হাড়ের কাজ, ব্রাশের কাজের জন্য শুধু জয়পুর নয় সারা রাজ্যই খ্যাত। সঙ্গে রয়েছে যোধপুরের বিখ্যাত রকমারি বাহারি জুতো। পর্যটকদের আকর্ষণ করবেই। এদের পোশাক অতি বিচিত্র, পুরুষরা পরেন ধুতির সঙ্গে বোতামবিহীন ফতুয়ার মতো পুরো হাতার জামা, মাথায় পোটিয়া। আর উৎসব অনুষ্ঠানে চুড়িদার পায়জামা, কুর্তা ও আচকান বা লম্বা কোটের সঙ্গে মাথায় ১৬ মিটার কাপড়ের পাগড়ি। মেয়েরা পড়েন ঘাগরা, কাঁচুলি ও ওড়নি – অঙ্গে সাজ মেহেন্দি। কখনও ঘাঘরার কাপড়ের দৈর্ঘ্য হয় ৩৭ মিটার। বিবাহিত মহিলারা হাতির দাঁতের বলয় পরেন লাল বা সাদা রং–এর। আর রয়েছে 'সাতবারনতেওমার'–অর্থাৎ ৭ দিনে ৯ পার্বন এদের সমাজ জীবনে। হোলি, দশেরা ও দেওয়ালী উৎসব জাতীয় উৎসবের চেহারা নেয়। আর হোলির পরদিন থেকে শুরু হয়ে ১৮ দিন ধরে চলে এই উৎসব। এক ঝলমনে মন রাঙানো, মাতানো দিনগুলো।

সঙ্গে বিখ্যাত 'গাঙ্গুর' সারা রাজস্থান জুড়ে। জাতীয় সাজে সজ্জিত হয়ে মিছিল বের হয় মেয়েদের। অংশ নেয় হাতি ও উটেরাও। আর আসেন শিব জাজা দেবী গৌরীর মিছিলের পুরোধা হয়ে। এদের পর্যটক টানার আকর্ষণী শক্তি কম কিছু নেই। গুজরাট হয়ে যে ভ্রমণার্থীদের কাছে আবু পাহাড় দিয়ে রাজস্থানে প্রবেশ বা ভ্রমণের সুবিধা বেশি।

আর রাজস্থান দিয়ে যাঁরা ভ্রমণ শুরু করতে চান তাঁদের পক্ষে দিল্লি, আগ্রা বা যোধপুর দিয়ে প্রবেশ করাই উচিত। ইতিহাস বিজরিত কেল্লার শহর ও নানান সৌন্দর্যে ঘেরা রাজস্থানের আকষর্ণ আপনাকে বারে বারে টানবেই। শোনা যায় যে সরস্বতী নদীও বয়ে যেত এখান দিয়ে এক সময়।

সেই হাসি আজও মানুষের মন ভোলায়

ডঃ শঙ্কর ঘোষ

কোন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি প্রয়াত হলে অমরা চট করে বলি, এঁর শূন্যস্থান পূরণ করার নয়। এমন অতিকায়াক্তি সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এক একজন আসেন, যাঁদের চলে যাওয়াকে আমরা ভুলতে পারি না। মনে হয় তিনি আছেন, থাকবেন। তেমনই এক মানুষ হলেন মহানায়ক উত্তমকুমার। তাঁকে কি কখনও ভোলা যাবে? বাঙলা ছবিকে তিনটি দশক জুড়ে একা কাঁধে নিয়ে বেড়িয়েছেন। শুধু অভিনয়! তাঁর প্রতিভা বাংলা ছবির নানা শাখায় ছড়িয়ে আছ। তিনি পরিচালনা করেছেন 'শুধু একটি বছর', 'বনপলাশীর পদাবলী', 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী' তিনটি ছবিতে। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন দুটি ছবিতে। ছবি দুটি হল 'কাল তুমি আলেয়া' এবং 'সব্যসাচী'। প্রযোজনা করেছেন সাতটি ছবি। সেগুলি হল 'হারানো সুর', 'সপ্তপদী', 'জতুগৃহ', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'উত্তর ফাল্গুনী', 'গৃহদাহ' এং 'ছোটি সি মুলাকাৎ' (হিন্দি)। স্বকণ্ঠে গান গেয়েছেন দেবকীকুমার বসু পরিচালিত 'নবজন্ম' ছবিতে ।বাংলার সব বিখ্যাত নায়িকাদের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন। সবক্ষেত্রেই তিনি এমন সাবলীল যে মনে হয় এই চরিত্রটি উত্তমকুমারেরই। মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের বিপরীতে তিনি তিরিশটি ছবিতে নায়ক হয়েছেন। এরপরে যাঁরা বেশি ছবিতে তাঁর বিপরীতে নায়িকা হয়েছেন সেই তালিকায় আছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া দেবী, অরুন্ধতী দেবী, সন্ধ্যারানী, অঞ্জনা ভৌমিক, মালা সিনহা, আরতি ভট্টাচার্য, অপর্ণা সেন, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, তনুজা, শর্মিলা ঠাকুর প্রমুখ শিল্পী। বাংলার বিখ্যাত সব পরিচালকদের পরিচালনায় তিনি কাজ করেছেন। সে তালিকাটি লক্ষ্য করার মতো। সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, অগ্রদূত, দেবকী কুমার বসু, নরেশ মিত্র, অজয় কর, অসিত সেন, অগ্রগামী, হরিদাস ভট্টাচার্য, নির্মল দে, সুধীর মুখোপাধ্যায়, চিত্ত বসু, কার্তিক চটোপাধ্যায়, নীরেন লাহিড়ী, যাত্রিক, বিজয় বসু, সলিল সেন, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, সলিল দত্ত, মানু সেন, পীযূষ বসু, সুশীল মজুমদার, হীরেন নাগ, মঙ্গল চক্রবর্তী, সুবোধ মিত্র, পিনাকী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পরিচালক। মৃণাল সেন তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি 'রাত ভোর'–এর নায়ক করেছিলেন উত্তমকুমারকে। এ তথ্য অনেকের কাছেই অজানা। অভিনেতা বিকাশ রায় তাঁর পরিচালিত 'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'কাজললতা' ও 'রাজা সাজা'–তেও উত্তমকেই নায়ক করেছিলেন। অভিনেতা রবি ঘোষ তাঁর পরিচালিত 'নিধিরাম সর্দার' ছবিতে উত্তমকুমারকেই নায়ক চরিত্রে নির্বাচন করেছিলেন।

ব্যক্তগত প্রসঙ্গে আসি। মহানায়কের সঙ্গে দুটি ছবিতে অভিনয় করার সুযোগ পাই। তার একটি হল সুধীর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'নতুন তীর্থ', অপরটি হল সলিল দত্ত পরিচালিত 'স্ত্রী'। ইতিপূর্বে 'বাদশা' ছবিতে অভিনয়ের সুবাদে শিশুশিল্পী হিসেবে নামডাক হয়েছে। দ্বিতীয় ছবি 'নতুন তীর্থ'তে আবার উত্তমকুমারের সঙ্গে। ব্যক্তিগত সেই মুগ্ধতার পরিচয় তুলে না ধরলে এ লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাস জুড়ে এই ছবির আউটডোর শ্যুটিং হল তোপচাঁচি, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, হৃষিকেশ, লছমন ঝোলা, দিল্লি, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে। এ ছবিতে বহু শিল্পীর ভিড় (মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, জহর গঙ্গোপাধ্যায় , জীবেন বসু, তরুণ কুমার, রেণুকা রায়, রবি ঘোষ, দিলীপ রায়, সুলতা চৌধুরী, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়)। নায়ক উত্তমকুমার। ছবিতে নায়িকা যদিও সুলতা চৌধুরী। তবু আমাদের সঙ্গে আউটডোরে গিয়েছিলেন সুপ্রিয়া দেবী। ততদিনে সুপ্রিয়া দেবী জড়িয়ে গিয়েছেন উত্তমকুমারের জীবনের সঙ্গে। যদিও উত্তম–সুপ্রিয়া আমাদের ইউনিটের থেকে আলাদা থাকতেন, তবে শ্যুটিং–এর শেষে প্রায়ই চলে আসতেন আমাদের ইউনিটের মাঝে। তোপচাঁচিতে আমরা যে গেস্ট হাউসে উঠেছিলাম তার অদূরে 'অবু'তে উঠেছিলেন উত্তম–সুপ্রিয়া। গেস্টহাউসে যে রবিবার প্রথম উত্তমকুমারকে ছেলেবেলায় চোখের সামনে দেখি সে মুগ্ধতা বোধহয় ভাষায় বলে বোঝানো যায় না। সুধীর মুখোপাধ্যায় প্রথম আলাপ করিয়ে দিলেন উত্তমকুমারের সঙ্গে, 'এ হল শঙ্কর', তরুণকুমার বললেন, 'জানিস দাদা খোকাদা'র (অগ্রদূত গোষ্ঠীর বিভূতি লাহা) বাদশা ছবিতে শঙ্কর চুটিয়ে অভিনয় করেছে।' উত্তমকুমারের বিরাট প্রতিষ্ঠার মূলে তো সেই বিভূতি লাহা। তাই উত্তমকুমারের স্নেহের পাত্র হয়ে উঠতে সময় লাগেনি। ছায়াদেবী বলেলেন, 'শঙ্কর খুব ভাল গান করে'। উত্তম জানালেন, 'তাহলে এই সন্ধ্যায় শঙ্কর তুমি একটা গান শোনাও।' আমি তো হতবাক কাকে গান শোনাব? মহানায়ককে গান শোনানোর লোভও তো ছাড়া যায় না।

শোনালাম তাঁর অভিনীত 'দেয়ানেয়া' ছবির 'আমি চেয়ে চেয়ে দেখি সারাদিন' গানটি। পিঠ চাপড়ে যা অভিনন্দন তিনি জানালেন, আজ এতগুলি বছর পরেও তার স্মৃতি অমলিন হয়ে আছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিল্পী সংসদ–এর সভ্য ছিলাম বহুদিন। এসব কথা লিখতে বসে তাঁর ভুবন ভোলানো হাসি আর সস্নেহ চাহনির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আর দু'চোখ জলে ভরে যাচ্ছে। চোখের জলেই তাঁকে প্রণাম জানাই। তিনি ছিলেন, তিনি আছেন, তিনি থাকবেন – এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে আছি আজও, এই একবিংশ শতাব্দীতেও।

'নতুন তীর্থ' ছবিতে উত্তমকুমারসহ অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে লেখক (তখন শিশুশিল্পী মাস্টার শঙ্কর)

এক মুসলিম মৌলে বাঁচিয়েছিলেন চার হিন্দুকে

সুন্দরবনের ডায়েরি

শঙ্কর কুমার প্রামাণিক

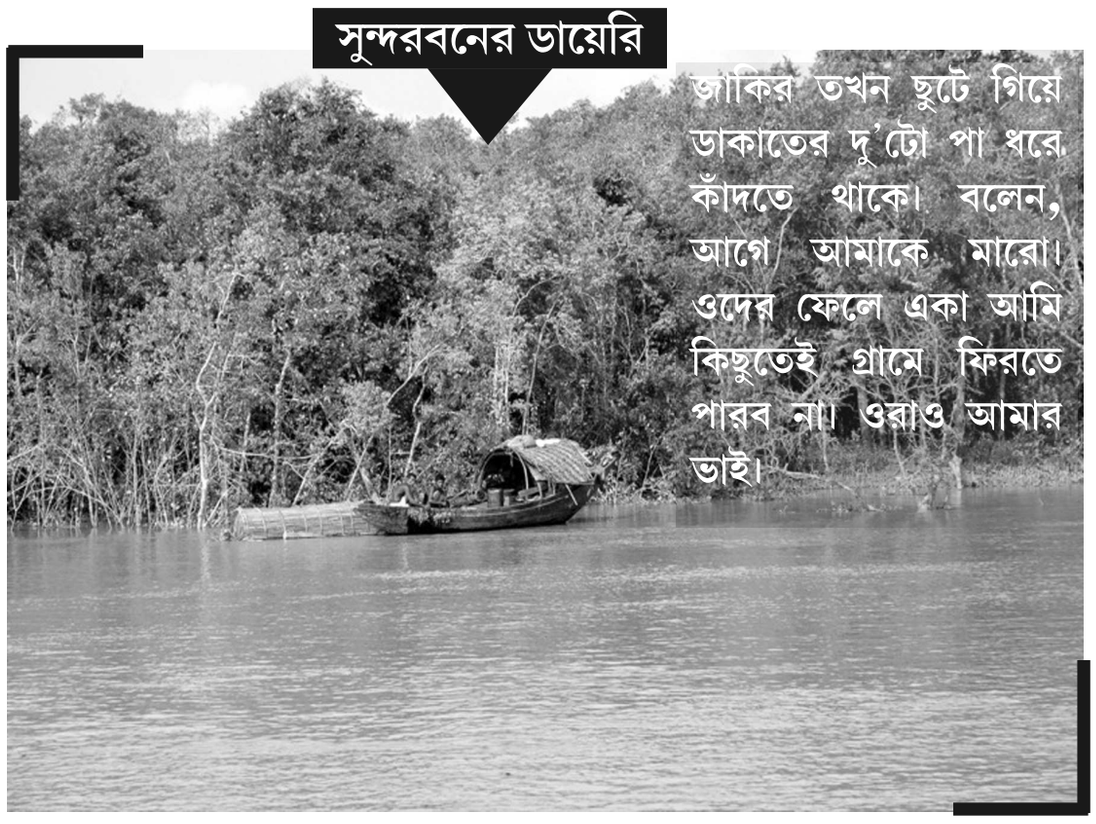

জাকির তখন ছুটে গিয়ে ডাকাতের দু'টো পা ধরে কাঁদতে থাকে। বলেন, আগে আমাকে মারো। ওদের ফেলে একা আমি কিছুতেই গ্রামে ফিরতে পারব না। ওরাও আমার ভাই।

পরের দিন ফেরার সময় কাহার সাহেব আমার মোবাইলের নম্বরটা নিলেন। তাঁর মোবাইল নেই। দাদার মোবাইলের নম্বরটা আমাকে দিলেন। আবার আসার জন্য বার বার অনুরোধ করলেন। আমাকে অটোতে তুলে দিলেন। সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফিরলাম। পরে দিন ছিল রবিবার। সকালবেলা চা খেতে খেতে আমার স্ত্রী আর মেয়ের কাছে ডাকাতির গল্প বলছিলাম। কেমন করে জাকির লস্কর তাঁর দলের চার হিন্দু সহকর্মীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। পাঁচজন মিলে একটা নৌকো নিয়ে মায়াদ্বীপে (জঙ্গলে) মধু ভাঙতে যান। কয়েকদিন মধু ভাঙার পর বাংলাদেশি ডাকাতরা তাঁদের ওপর চড়াও হয়ে সংগ্রহীত সমস্ত মধু (প্রায় তিন কুইন্ট্যালের বেশি), পরনের জামাকাপড়, টাকাপয়সা, চাল–ডাল, বাজার–হাট সবকিছুই লুঠ করে। ভয়ে আর আতঙ্কে মৌলেরা চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকেন। তাতে ডাকাতের দল রেগে গিয়ে আরও মারধর করে। বলে তোরা চিৎকার করে বাপেদের জানাচ্ছিস। তোদের সবকটাকে শেষ করে দেব। ডাকাতরা সকলে মুসলমান। তারা ঠিক করল মুসলমান বলে জাকিরকে ছেড়ে দেবে। বাকি চারজনকে মেরে ফেলবে। তাদেরকে বেঁধে ফেলল। একজন দা দিয়ে তাদের দিকে তেড়ে গেল। জাকির তখন ছুটে গিয়ে ডাকাতের দু'টো পা ধরে কাঁদতে থাকে। বলেন, আগে আমাকে মারো। ওদের ফেলে একা আমি কিছুতেই গ্রামে ফিরতে পারব না। ওরাও আমার ভাই।

এমন সময় আমার মোবাইলটা বেজে উঠল। কাহার লস্কর ফোনে বলছেন, 'দাদা আপনি একী করলেন। আমার বাড়িতে রাতে ছিলেন বলে মেয়ের কাছে টাকা দিয়ে গেলেন।' বললাম, না না এভাবে নেবেন না। কটা টাকা দিয়ে মেয়েকে বলেছি 'তোমরা মিষ্টি খেও।' কাহার আবার বললেন, না না দাদা এটা আপনি ঠিক করেননি।' আমার কথায় রাগ করবেন না, আবার আমাদের বাড়িতে আসবেন কিন্তু।' ফোনটা কেটে গেল।

এই কাহার সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সুন্দরবনে। এবার সেই ঘটনাটা খুলে বলি। ডঃ সনৎ কুমার মিত্র 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা' পত্রিকার সম্পাদক। আমার একটা বই 'সুন্দরবন: জল–জঙ্গল–জীবন' তিনি প্রকাশ করেছেন। পাণ্ডুলিপিটা প্রেসে পাঠানোর ঠিক আগে, একদিন রাতে ১০টা নাগাদ আমাকে ফোন করলেন। বললেন, জঙ্গলজীবী হিসেবে শুধু মাছ–কাঁকড়া শিকারি ও কাঠুরেদের কথা বল্লেই হবে না, মৌলেদের কথাও লিখতে হবে। দিন সাতেকের মধ্যে মৌলেদের ওপর একটা লেখা তৈরি করে দিয়ে যাও। ডঃ মিত্র আমাকে খুব স্নেহ করেন, অবার আমার প্রকাশক। তাঁর হুকুম তো মানতেই হবে। ঠিক করলাম আলিপুরে ফরেস্ট অফিসে ঢুঁ মারব। সেখান থেকে মৌলেদের গ্রামের সন্ধান নেব। আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, সরকারি অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নয়। আমার আবার ধারও নেই। ভারও নেই। হঠাৎ মনে হল, অরে, আমি তো একটা সোসাইটির সম্পাদক। আমরা তো ইংরেজিতে একটা সায়েন্টেফিক জার্নাল নিয়মিত বের করি। নাম 'জার্নাল অফ এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড বাওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন'। ভাবলাম এই জার্নালের একটা কপি অফিসে দেখাতে পারলে নিশ্চয়ই আমার গুরুত্ব একটু বাড়বে। দেরি না করে পরের দিন ঠিক বেলা ১১টায় আলিপুরে বন দফতরে হাজির হলাম। তখন গৌতম চক্রবর্তী ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (২৪ পরগনা সাউথ ডিভিশন) তাঁর চেম্বারে ছিলেন। অনুমতি নিয়ে তাঁর চেম্বারে ঢুকলাম। সামনের চেয়ারে আমাকে বসতে বললেন। প্রথমেই ব্যাগ থেকে জার্নালটা বের করে সামনে ধরলাম। বললাম, স্যার এটা আপনার জন্য এনেছি।তারপর আমার আর্জি জানালাম। ইতিমধ্যে বেয়ারা দু'কাপ চা দিয়ে গেল। চা খাওয়ার পর গৌতমবাবু জানালেন, পাথরপ্রতিমা থানার সত্যদাসপুর ও কুলতলি থানার দেউলবাড়িতে মৌলেদের পাবেন। গৌতমবাবুও সৌজন্য দেখিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা সাউথ ডিভিশনের অ্যানুয়াল রিপোর্টের একটা কপি আমাকে দিলেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলাম।

বাড়িতে ফিরে ভেবে দেখলাম দেউলবাড়িটা তুলনামূলকভাব কাছে হবে। ঠির করলাম সেখানেই যাব। রাতে তৈরি হয়ে নিলাম। পরের দিন ভোরে বাড়ি থেকে রওনা হলাম। বাসে করে বেহালা থেকে বালিগঞ্জ, সেখান থেকে ট্রেনে করে জয়নগর, জয়নগর থেকে ট্রেকারে করে নিমপিঠ। নিমপিঠ থেকে অটোয় করে কুলতলি, সেখান থেকে অটোয় করে দেউলবাড়ি। দেউলবাড়ি বাস স্টপেজে নেমে খোঁজ নিয়ে জানলাম, আরও মাইল দুই হেঁটে হায়দারপাড়াতে গেলে আমার কাজ হবে। মাতলানদীর বাঁধের লাগোয়া এই পাড়া। এই পাড়ার প্রায় প্রত্যেক বাড়ির এক বা একাধিক মানুষ মধু ভাঙার সঙ্গে যুক্ত। এই খবর আমাকে খানিকটা চাঙ্গা করল। সেটা ছিল ২০০৭ সাল, ২৭ অক্টোবর। বাংলা কার্তিক মাস। ভোরের দিকে শীতের আমেজ টের পাওয়া যায়। কিন্তু দুপুরের তাপ এখনও অসহ্য মনে হয়। যাইহোক, আমি হাঁটা শুরু করলাম। দু'দিকে ধান খেত। ধানগাছগুলো এখনও সবুজ। ধান পাকতে আরও প্রায় মাসখানেক দেরি। মাঝখান দিয়ে মরুপথ হায়দর পাড়া ভেদ করে মাতলা নদীর বাঁধে গিয়ে মিশেছে। পথে যেতে যেতে একজন বয়স্ক মুসলমান ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ পেলাম। খালি পা, লুঙ্গি পরা, গায়ে গেঞ্জি। হাতে একটা সিন্থেটিকের ব্যাগ। পাকা চুল। বয়সের ভারে ঈষৎ কুঁজো। তিনি আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। সব বললাম। এবং জানলাম তিনি নিজেই একজন অভিজ্ঞ মৌলে। আমাকে তাঁর অনেক অভিজ্ঞতার কথা বললেন। হাঁটতে হাঁটতে পাড়ার কাছাকাছি এসে গিয়েছি। তিনি বললেন আমিও ওই পাড়ায় যাব, আপনাকে কাহারের বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি। সে বাড়িতে আছে, ভাল ছেলে। আপনাকে সবরকম সাহায্য করবে। পাড়ার আরও মৌলেদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে আপনি অমাকে যে কথাগুলো জিজ্ঞেস করছিলেন, তার উত্তর এদের কাছ থেকেও ভাল কের জানতে পারবেন। আব্দুল কাহার লস্করের বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

আমি কাহার সাহেবকে তাঁর বাড়িতে পেয়ে গেলাম। ছিপ ছিপে রোগা গড়ন। খালি গা, লুঙ্গি পরা। বয়স ৩৫/ ৩৬ হবে। তাঁকে সবিস্তারে আমার উদ্দেশ্য জানালাম। তিনি বললেন এটা মৌলেদের পাড়া। এখন মধু ভাঙার সময় নয়। অনেকেই বাড়িতে পাবেন। তবে সন্ধ্যের আগে নয়। হাট–ঘাট সব আছে তো। আর একটু দেরি হলে আমাকে পেতেন না। আমিও হাটে চলে যেতাম। দাঁড়ান, বলে ঘরের ভেতর থেকে একটা প্লাস্টিকের চেয়ার ও একটা মোড়া উঠোনে আনলেন। বললেন, বসুন। আমাকে বসতে বলে আবার ঘরে ঢুকলেন। ফিরলেন জলভর্তি একটা কাচের গেলাস হাতে নিয়ে। আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, খেয়ে নিন। ঘাবড়াবেন না। মধুর সরবৎ। তাই একটু ঘোলাটে লাগছে। লজ্জা পেলাম। এক নিঃশ্বাসে খেয়ে নিলাম। তেষ্টাও পেয়েছিল।

কাহার সাহেব আমার জন্য হাটে গেলেন না। তাঁর ১১/১২ বছরের ছেলেকে পাঠালেন। আমাকে বললেন, চলুন মাতলার বাঁধের ওপর যাই। এই নদী পার হয়ে বাঘ গ্রামে ঢোকে। অনেকবার ঢুকেছে। গরু–বাছুর–ছাগল মেরেছে। আমাদের সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। মৌলেদের বিষয়ে কথা বলতে বলতে দু'জনে বাঁধের ওপর দিতে হাঁটছি। আমার মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি। সম্ভবত সেটা আমার চোখে–মুখেও ফুটে উঠেছে। বাঘের ভয়ে নয়। থাকার কোনও বন্দোবস্ত না করার জন্যে। কাহার সাহেব আমার অস্বস্তি বুঝতে পেরেছিলেন বোধ হয়। বললেন, আমার ভাঙা ঘরে কষ্ট করে থেকে যাবেন আজ রাতটা। মুহূর্তে আমার অস্বস্তি কেটে গেল।

সন্ধ্যেবেলা কাহার সাহেবের উঠোনে মৌলেদের হাট বসে গেল। দীর্ঘক্ষণ নানা বিষয়ে আলোচনা হল। আমার যা জানার তার অধিকাংশেরই উত্তর পাওয়া গেল। তাঁরাও নানা কাহিনী শোনাতে লাগলেন – বাঘের আক্রমণ, গাঙ ডাকাতি, বনকর্মীদের জুলুম ইত্যাদি নানা ঘটনা। শুনতে শুনতে অনেক রাত হল। শেষে সাম্মাদ সেখ (৬৫) জানালেন যে, মধু ভাঙতে গিয়ে তিনি বাঘের আক্রমণে জখম হয়েছিলেন। বাঘ তাঁর কনুইয়ের কাছে কামড়ে টেনে নিয়ে জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে যাচ্ছিল। কনুইয়ে কাপড়ের দাগটা আমাকে দেখালেন। তাঁর সবকর্মীরা লাঠি নিয়ে বাঘের মুখ থেকে তাঁকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন। সাম্মাদ সাহেব এখনও তাঁর তিন ছেলেকে নূরমহম্মদ সেখ (৪৩), জয়নাল সেখ (৩৭) এবং জাহাঙ্গীর সেখ (৩৪)কে নিয়ে জঙ্গলে মধু ভাঙতে যান। আমি সাম্মাদ সাহেবকে বললাম, আপনি একবার মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরে এসেছেন। তবুও এই বয়সে আবার জঙ্গলে যাচ্ছেন কেন? ছেলেদের যেতে দিচ্ছেন কেন? অন্য কোনওভাবে চেষ্টা চরিত্র করে কী বাঁচা যায় না? মৃত্যু কপালে থাকলে কেউ আটকাতে পারবে না, ঘরের মধ্যে থাকলেও না, সাম্মাদ সাহেবের জবাব। তারপর আরও একজন জানালেন তাঁর প্রতিবেশী ও সহকর্মী জাকির লস্কর (৩৬) কীভাবে দলের চারজন হিন্দু মৌলেকে বাংলাদেশি ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচালেন তার কাহিনী। অনেক রাতে আসর ভাঙল।

মাটি ও মানুষ

বজবজে হুগলি নদীতে ইলিশ প্রজননের কেন্দ্রীয় প্রকল্প

কুনাল মালিক • আলিপুর

হঠাৎ বাড়িতে আত্মীয়–পরিজন এলে, চটজলদি আপনি আপনার পুকুরে জাল ফেলে রূপালী ইলিশ মাছ ধরে এনে অতিথি আপ্যায়ন করতে পারেন। ভাবছেন হেঁয়ালি করছি? একদম না। আগামী দিনে ভোজন রসিক বাঙালির থালা থেকে প্রায় ভ্যানিশ হয়ে যাওয়া ইলিশকে ফিরিয়ে অনতে কেন্দ্রীয় সরকারের ইনল্যান্ড ফিসারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট হুগলি নদীতে ইলিশের প্রজনন ঘটিয়ে চারা ইলিশ উৎপাদনের অভিনব প্রকল্প নিয়েছে। প্রকল্প ঠিকভাবে রূপায়িত ও সফল হলে ওই চারা ইলিশ পুকুরে রুই–কাতলার মতো চাষ করা যাবে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রথম এই প্রকল্পটি গড়ে উঠেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের ডি–রায়পুর অঞ্চলে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের গ্রাম গদাখালীর সন্নিকটে হুগলি নদীতে। বারাতলা হিউম্যান ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এডুকেশনাল সোসাইটির কর্ণধার শেখ ইসমাইল স্থানীয়ভাবে প্রকল্পটি রূপায়ণের দায়িত্ব পেয়েছেন। সম্প্রতি প্রকল্প এলাকায় গিয়ে চোখে পড়ল হুগলি নদীতে নাইলনের জাল দিয়ে একটি গোলাকার খাঁচা তৈরি করা হয়েছে। শেখ ইসমাইল জানালেন, এখন বর্ষা কাল, এ সময় এই এলাকায় ইলিশ মাছের ঝাঁক আসে। স্থানীয় ধীবররা ইলিশ শিকার করেন। তাদের কাছ থেকে জ্যান্ত ইলিশ কিনে এই খাঁচায় রাখা হবে। তারপর ইলশের প্রজনন ঘটিয়ে বাচ্চা উৎপাদন করা হবে। ইতিমধ্যেই বিশেষজ্ঞ মৎস আধিকারিকরা এলাকা পরিদর্শন করে, জলের মান, আবহাওয়া পরীক্ষা করেছেন। পরবর্তী সময়ে গবেষণার মাধ্যমে ওই বাচ্চা ইলিশ যাতে পুকুরে চাষ করা যায় তার পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে। যদি এই প্রকল্প ঠিক মতো রূপায়ণ হয় তাহলে অল্প খরচের মধ্যে ভোজনরসিক বাঙালির সাধ ও সাধ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আসবে। আর ইলিশের জন্য বাংলাদেশ বা মায়নমারের দিতে তাকিয়ে থাকতে হবে না।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়মন্ড হারবারের সুলতানপুরে একটি ইলিশ সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন। সেই কেন্দ্রর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ডঃ সপ্তর্ষি বিশ্বাস (ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ ফিসারিজ) জানালেন, এটা একটা অভিনব উদ্যোগ। শেখ ইসমাইল এই প্রকল্পে দায়িত্ব পেয়েছেন, উদ্যোগ সফল হলে নতুন এক দিগন্ত খুলে যাবে। তিনি আরও বলেন, তবে ইলিশ সংরক্ষণের ওপর সকলকে সচেতন হতে হবে। বাচ্চা বা খোকা ইলিশ ধরা যাবে না।

পুকুরেও ইলিশ!

এরজন্য আমরা মালদহ থেকে দীঘা পর্যন্ত এবং নামখানা, কাকদ্বীপ এলাকায় মাইকিং করছি। প্রথমে সতর্ক করা হচ্ছে। পরে প্রয়োজন হলে আমরা খোকা ইলিশ শিকারীদের আটক করব।

ছবি আলোচনা

সম্প্রতি আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে রঞ্জিত দাসের একক চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল। ১ জুন থেকে ৭ জুন মোট ৭টি বড় ক্যানভাসের পেন্টিং নিয়ে। সমস্ত ছবি Untite নাম দিয়েছেন শিল্পী রঞ্জিত দাস। ছবিতে যেগুলো প্রাধান্য পেয়েছে সেগুলি হল মুখ, ঠোঁট এবং একটি ক্যানভাসে ছোট ছোট ৯টি মেয়ের মুখ। নানাভাবে রঙের বিন্যাস ঘটায় শিল্পী। একটি মেয়ের বসা, শোয়া, নানা ভঙ্গি দেখাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বড় ক্যানভাসের ফাঁকা জায়গা ভরাট করার ব্যাপারে তেমন দক্ষতা দেখা যায়নি। এছাড়াও নারী শরীরের রমনীয়তা কোনওটার মধ্যে প্রকাশ পায়নি। মাংসপেশীকে ঠিকভাবে প্রকাশ করার দিকে একটু নজর দিলে আরও মনোগ্রাহী হতে পারত। তাড়াহুড়ো করে কাজ করলে ছবির গভীরতা পাওয়া যায় না।

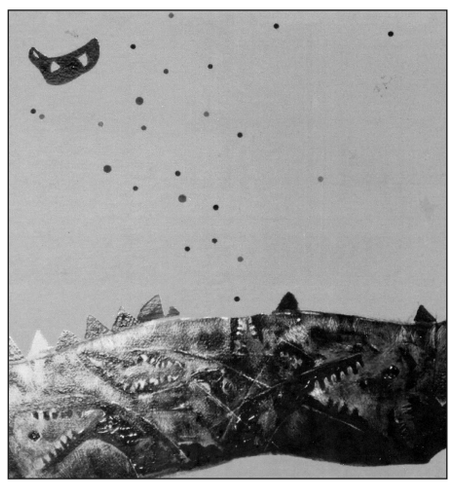

একই সময় অন্য গ্যালারিতে সৌরভ নন্দী'র একক প্রদর্শনী চলছিল ২২টি ছোট, বড় ও মাঝারি ছবি নিয়ে। রঙের বিন্যাসে বৈচিত্র দেখা যায় শিল্পী নন্দী'র ছবিগুলির মধ্যে। তবে সমস্ত ছবিগুলিই একই সুরে বাঁধা ছিল। Tailar made, City night, Monster নামে ছবিগুলি দৃষ্টি কাড়ে। তবে এইসব ছবি অন্য শিল্পীদের কথা মনে করিয়ে দেয়। কারণ, একই রকম কাজের দৃষ্টান্ত অন্য শিল্পীদের ছবিতে আগেও দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তাই এই বিষয়গুলি যদি নিজের মতো করে একটু সরলতার ছোঁয়া পেত তাহলে আরও মনোগ্রাহী হতে পারত। আগামী দিনে এই দুই শিল্পীর আরও ভাল ভাল ছবি প্রদর্শনীর আশায় থাকলাম।

আকাদেমি ঘুরে মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল।

গুরু পূর্ণিমা মহোৎসব

হীরালাল চন্দ্র: গত ১২ জুলাই, ২০১৪ সন্ধ্যায় কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিটে 'মা সারদা এন্টারপ্রাইজের' উদ্যোগে প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ, সমাজসেবী, ভক্তপ্রবর, সমর সরকারের সুষ্ঠু পরিচালনায় ও সুমিত্রা সরকারের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে শুভ 'গুরু পূর্ণিমা মহোৎসব' মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। প্রথমে মা জগদম্বা, ঠাকুরর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ, মা সারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের সাজানো প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা সহকারে মাল্যদান করার পরে উৎসবের মহান তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। অতিথি ছিলেন অক্ষয় মিত্র, প্রতাপ মিত্র প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন স্বামী কল্যাণেশানন্দ। সঙ্গে তবলা, বেহালা, শ্রীখোল ও পার্কাসন বাজান যথাক্রমে দেবাশীস দাস, প্রশান্ত মণ্ডল, তরুণ মণ্ডল ও শিবরাম চক্রবর্তী। ভক্তিগীতি গেয়ে আনন্দিত করেন শ্যামল নায়ক। শেষে অগণিত ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মাঙ্গলিকী

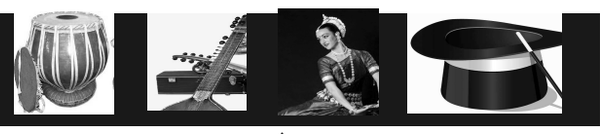

শব্দ কিরণের অনুষ্ঠান

সে ছিল এক উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা – শব্দকিরণ সাহিত্য পত্রিকার জীবনানন্দ সভাগৃহে সাহিত্য সংস্কৃতির অনুষ্ঠান (তবে ছন্দপতনও ঘটে কিছুটা, সে কথায় পরে আসা যাবে)। সভায় মঞ্চ অলংকৃত করেন ঋষিণ মিত্র, ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন (পত্রিকাগোষ্ঠীর সভাপতি), সবিতা বেগম, ভারতপ্রেমী বহু সংস্কৃতি মুখি বরিষ্ঠ ইংরেজ রণ চ্যাটবার্ণ। এঁদের হাতে গোলাপ তুলে দিয়ে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের পরেই ছিল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার উদ্বোধন পর্ব। তরুণ জাদুকর প্রিয়ম গুহ'র সংক্ষিপ্ত অথচ অনবদ্য জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমেই ঘটল। এজন্য শব্দকিরণ পত্রিকার সভাপতি, সম্পাদক, উপদেষ্টা মণ্ডলীর কাছে জাদু জগত রইল কৃতজ্ঞ। অতঃপর উদ্বোধনী সঙ্গীত, পরিবেশনে ছিলেন ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।

এরপর শব্দকিরণ নিয়ে বিশিষ্ট জনের বক্তব্য পর্যায়ে ঋদ্ধ ভাষণ দিলেন যারা তাঁরা হলেন জয়ন্ত রসিক (ইদানীং সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক), সুনীল মুখোপাধ্যায়, সবিতা বেগম, ঋষিণ মিত্র প্রমুখ। ভারত প্রেমী, প্রকৃত বিশ্ব সংস্কৃতি সমৃদ্ধ মানুষ রণ চ্যাটবার্ণ, বাংলা সাহিত্য পত্রপত্রিকার, বিশেষ করে লিটল ম্যাগাজিনগুলির সঙ্গে ভাষার বাধা থাকলেও তাঁর আত্মিক যোগের কথাই বললেন। এই সভায় তিনি যে সম্মান পেলেন, সে কথা তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে রাখবেন, তা আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন। পরে পড়লেন রবার্ট ব্রাউনিং–এর কবিতা। মননশীল ব্যাখ্যাও দিলেন সভা হল সমৃদ্ধ।

পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন কবিতা দিয়ে শুরু করে সম্রাট শাজাহানের শিল্পী মনের কথা অসাধারণভাবে শোনালেন সকলকে। শব্দকিরণের ঔজ্জ্বলের পিছনে সম্পাদক সমরজিত চক্রবর্তী ও সহসম্পাদিকা (যথার্থ সহধর্মিনী) পুষ্পা চক্রবর্তীর নিরলস প্রচেষ্টার বিশেষ প্রশংসা করলেন। এদিন 'বাংলার মুখ নেতাজি' বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। এদিন শব্দকিরণ পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন কবি মোনালিসা চট্টোপাধ্যায়। কবির হাতে ফ্রেমে বাঁধানো সম্মানপত্র তুলে দিলেন সমরজিত চক্রবর্তী। কবি অদিতি সেনও এদিনের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

এদিন আসরে রিন্টা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছড়ার বইয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। যাঁরা স্বরচিত কবিতা বা ছড়া শুনিয়েছেন তাঁদের মধ্যে যাঁদের রচনার কথা উল্লেখ করতে হয়, তাঁরা হলেন অদিতি সেন, রুপালি বিশ্বাস, প্রদীপ গুপ্ত প্রমুখ। জয়ন্ত রসিকের একটি সুন্দর ছড়া শোনালেন স্বপ্না দা। বালিকা নিশা দাসের আবৃত্তি বেশ তালিম পাওয়া মনে হল – খুবই ভাল। যথারীতি স্বরচিত রম্যরচনা পাঠে আসর জমালেন 'তারুণ্য' পত্রিকার সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল। সাংবাদিক–জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়র স্থাপিত 'ইলিউশন অর রিয়ালিটি ম্যাজিক রিসার্চ সোসাইটি'র তরফে বাংলার সুস্থ সাহিত্য–সংস্কৃতি জগতের সচেতক ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধনকে পরিয়ে দিলেন 'সরকার ১০০' ব্যাচ।

এদিন আসরে বিশেষ অতিথি হিসেবে আসেন কৌশিক হালদার। তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মান জানানো হয়। দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন কবি ঝুণু ভৌমিক।

আসরে জনৈক মহিলা কবি এক বিসদৃশ্য কাণ্ড ঘটালেন – তাঁর নাম ঘোষনার পরে পোডিয়ামে থমথমে মুখে এলেন, বললেন, 'মন ভাল নেই' তারপরেই দৃশ্যমানভাবে কাঁদতে লাগলেন! আবার কান্না বন্ধ করে অনবদ্য স্বরচিত কবিতাও শোনালেন (সত্য মহাকবি কালিদাস, কি বিচিত্র এই লিটল ম্যাগাজিন জ–গ–ত)।

আরও দুঃখ এদিন যাঁরা শব্দকিরণ পত্রিকার ঔজ্জ্বল্য নিয়ে ভাষণ দিলেন তাঁদের মধ্যে একজনের ভাষণে বিশেষ ঔজ্জ্বল পেলো নিজেরই কর্মকীর্তির কথা ভাল লাগেনি।

শরীর নিয়ে কথা

স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশিকায় ব্যাপক ক্ষুব্ধ হোমিও চিকিৎসকরা

বি স কে, কলকাতা: রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশিকায় চরম ক্ষোভ প্রকাশ করলেন সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ হোমিওপ্যাথি ও ন্যাশনাল হোমিওপ্যাথি ফোরাম অব ইন্ডিয়ার সভাপতি ডাঃ মৃণাল সরকার। সম্প্রতি রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর এক নির্দেশিকায় জানিয়েছে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরা এবার অ্যালোপ্যাথি ওষুধ দিতে পারবেন।

এই নির্দেশিকার বিরোধিতা করে ডাঃ মৃণাল সরকারের বক্তব্য, ১৯৮৬ সালে দেশের সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়েছিল, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক কোনওভাবেই অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করতে পারবেন না। মৃণালবাবু বলেন, হোমিওপ্যাথিতে তাৎক্ষণিক পরিষেবার দিকে নজর দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া নেই। এর আলাদা দর্শন রয়েছে।

সাড়ে পাঁচ বছর অধ্যয়ন করতে হয়। চিকিৎসার পরিমাণ নিয়েও মূলগত পার্থক্য রয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের এই নির্দেশিকার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সচিব মলয় কুমার দে এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে চিঠি দিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে বলে মৃণালবাবু জানান।

নেশামুক্তি ও যক্ষা প্রতিরোধে বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হল ভারত

বি স কে, কলকাতা: ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই মাদকাসক্ত এবং যক্ষাক্রান্ত রোগীদের আরোগ্যে বড় ধরনের পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র সরকার। এই প্রকল্প যথাযথ রূপায়ণে বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে ১০ কোটি মার্কিন ডলারের চুক্তি করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। সংবাদসূত্র অনুযায়ী, গত দশ বছরে দেশ জুড়ে ড্রাগ আসক্তদের সংখ্যা এবং একই পথ ধরে যক্ষা রোগীর সংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলেছে। সাধারণ মানুষের বক্তব্যেই প্রকাশ, ট্রেনে–বাসে হঠাৎ করে যেন নেশামুক্তির বিজ্ঞাপন ছেয়ে গিয়েছে। মদ থেকে শুরু করে মারাত্মক ধরনের নেশার দ্রব্য শহর–মফঃস্বল থেকে গ্রামাঞ্চলেও থাবা বসিয়েছে। বহু পরিবার এই মাদকাসক্তদের কারণে সর্বস্বান্ত হয়ে ভাঙ্গনের মুখে পড়েছে। একইভাবে এই মাদকাসক্তদের মধ্যে একটা বড় অংশ যক্ষার শিকার হয়ে পড়েছে। তথ্য সূত্র অনুযায়ী এই মুহূর্তে দেশে বংশগত কারণ ছাড়াই ৩১ লক্ষ মানুষ যক্ষা রোগের শিকার। সুস্বাস্থ্য আর সবল নাগরিকের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রক প্রথমেই এইরকম একটি গুরুতর বিষয় নিয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিল। বিভিন্ন চিকিৎসক সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারের এই উদ্যোগকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

পরিত্যক্ত প্লাস্টিক থেকে জ্বালানি

বি স কে, কলকাতা: প্লাস্টিক নিয়ে দুশ্চিন্তা বিজ্ঞানী থেকে পরিবেশবিদদের। ব্যাপক হারে পরিত্যক্ত প্লাস্টিক মাটি থেকে জল দূষণে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছে। সেই দুশ্চিন্তার অবসান ঘটাতে চলেছেন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ব্রজেন্দ্র কুমার শর্মা।

ইউরোপের ইউনিভার্সিটি অফ ইলিন্যান্সের ইলিন্যাস সাস্টেনেবল টেকনোলজি সেন্টারের প্রবীণ গবেষক বি কে শর্মা'র বক্তব্য, প্যারালিসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিশ্রুত প্লাস্টিক ব্যাগ অক্সিজেনমুক্ত চেম্বারে গলিয়ে তার থেকে তেল জাতীয় পদার্থ নিষ্কাশন করে এবং পরিশেষে শোধন প্রক্রিয়ার দ্বারা ৫০ থেকে ৫৫ শতাংশ জ্বালানি তেল বের করা যেতে পারে।

যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ থেকেই প্লাস্টিক তৈরি করা হয়, তাই সঠিক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত জ্বালানি তেল বা ডিজেলজাত পদার্থ প্রস্তুত করা সম্ভব। প্লাস্টিক থেকে উৎপাদিত জ্বালানি তেলের প্রক্রিয়া আরও গবেষণার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট পর্যায়ে নিলে পরিবেশের পক্ষে তা যুগান্তকারী হিসেবে প্রতিভাত হবে।

তাঁর মতে, নদী–সমুদ্র, পুকুর তথা খালবিলে যে হারে প্লাস্টিকের ব্যাগ ফেলা হয় তাতে জল দূষণ তো হয়ই, এর সঙ্গে জলজ প্রাণী বিশেষত মাছের মধ্যে যে ধরনের রোগ সংক্রমণ শুরু হয়েছে তার থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

এমনকী অন্যান্য পোকামাকড় হাস–মুরগী সহ গৃহপালিত পশুরাও খাদ্যের সঙ্গে বিষাক্ত প্লাস্টিক খেয়ে নানা ধরনের রোগব্যাধির শিকার হচ্ছে। এর ফলে পরিবেশে নিত্য নতুন কু–প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এসবরে থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ তৈরি হবে বলে গবেষক বি কে শর্মা মত প্রকাশ করেন।

লর্ডসে ফের জয়ের ধ্বজা ওড়াল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ আর্জেন্টিনা পারেনি, ভারত পারল। দীর্ঘ ২৮ বছর পর আর্জেন্টিনা সুযোগ পেয়েছিল বিশ্বকাপ জেতার। কিন্তু জার্মান বুলডোজারে সে আশা গুড়িয়ে গিয়েছে। ১৯৮৬-র সেই জয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারেনি আর্জেন্টিনা। মেসি ছুঁতে পারেননি তাঁর পূর্বসূরী মারাদোনাকে। কিন্তু কপিলদেবের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে পেরেছে মহেন্দ্র সিং ধোনি। তাঁর নেতৃত্বেই লর্ডসে দীর্ঘ ২৮ বছর পর সিরিজ জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। কপিলদেবকে ৮৬ সালে টেস্ট জিততে সাহায্য করেছিলেন চেতন শর্মা। ধোনির ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন আরও এক পেসার ইশান্ত শর্মা। বলা যেতে পারে এই শর্মাদের কাঁধে ভর করে ইংরেজ জয় আসান হয়ে উঠেছে ভারতের জন্য। টেস্ট জয়ের ক্ষেত্রে শুধু যে ইশান্তের ভূমিকা আছে তা নয়, ভারতের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় অসাধারণ পারফরম্যান্স উপহার দেওয়ায় সিরিজে ১-০ এগিয়ে যেতে পেরেছে ধোনির দল। তবে কপিলদেবকে ছুঁতে হলে এই সিরিজ জিততে হবে ভারতকে। কপিলদেবের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলটি ৩ টেস্ট-এর সিরিজে ২-০ জয় পেয়েছিল। এভাবেই সিরিজ পকেটে পুরেছিল কপিল পাজির দল। ধোনির ভারতকে অবশ্য এবারের সিরিজ জিততে হলে আরও ৩টি টেস্টে ভালো খেলতে হবে। তাহলেই ইতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হবে তাদের জন্য। কারণ নিজের দেশে ০-১ পিছিয়ে পড়ে অ্যালেস্টার কুকের দল যে প্রত্যাঘাত দেওয়ার চেষ্টা করবে তা বলাই বাহুল্য। এবারের ইংল্যান্ড টিমে একক দক্ষতায় দলকে জেতানোর মতো ক্রিকেটার খুবই কম। এই দিকটা অনেকটাই ভালো জায়গায় রেখেছে ধোনি বাহিনীকে। এবারের লর্ডস টেস্ট জেতার নেপথ্যে শুধু ইশান্ত শর্মা নন, টিম ইন্ডিয়ার বেশ কয়েকজন ভালো পারফর্ম করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম মুরলী বিজয়, অজিঙ্কে রাহানে, রবীন্দ্র জাদেজা এবং অবশ্যই ভুবনেশ্বর কুমার। বস্তুত ব্যাট এবং বল হাতে এক অসাধারণ সিরিজ উপহার দিচ্ছেন এই ভারতীয় পেসার। দলে মহম্মদ সামি আহমেদের মতো ভালো পেসার থাকলেও একাই অনন্য হয়ে উঠেছেন ভুবনেশ্বর।

দ্বিতীয় ইনিংসে অবশ্য ইশান্ত শর্মার আগুনে বোলিংয়ের জন্য ইংল্যান্ডকে প্রায় পেরে ফেলল ভারতীয় দল। ভুবি চমকে দিয়েছেন ব্যাট হাতে তার অনবদ্য ভূমিকায়। পরপর দুই ইনিংসেই নিজের ব্যাটিং দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ভুবনেশ্বর। এখানেই ওস্তাদের মার দিয়েছে ভারত। এই দলটি অনেকটাই সংঘবদ্ধ এবং শক্তিশালী। একক দক্ষতায় যে কেউ ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারেন। এব্যাপারে এই টেস্ট জ্বলন্ত নিদর্শন। মুরলী বিজয়, রাহানে, জাদেজা, ভুবনেশ্বর এবং ইশান্তরা কার্যত মুড়িয়ে দিয়েছেন ইংরেজদের। লর্ডসের মাটিতে সবুজ পিচ তৈরি করেও ভারতের কাছে এই হার নিঃসন্দেহে অনেকটাই চাপে রেখেছে তাদের। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত সংবাদ মাধ্যমও নিজেদের দেশকে সমালোচনার ঝড়ে 'সমৃদ্ধ' করছে। ব্রিটিশ প্রেসের সাফ কথা অবিলম্বে অ্যালেস্টার কুককে অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দিতে হবে। তিনি নিজে না সরলে তাকে কার্যত ঘাড় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়ার বিধান দিচ্ছে কেউ কেউ। আসলে লর্ডসের মতো ক্রিকেটের মক্কা বলে পরিচিত মাঠে নিজেদের হার ভয়ঙ্করভাবে ব্যথিত করেছে ব্রিটিশদের। এমনিতেই নাক উঁচু বলে পরিচিত ইংরেজরা একরকম ছিঁড়ে খাচ্ছেন নিজেদের দলকে। দলে ব্যাপক রদবদলের সম্ভাবনাও বাড়ছে। বিশেষ করে পরের টেস্টে ইংল্যান্ড কী ছকে খেলবে তা নিয়ে চলছে চুল চেরা বিশ্লেষণ। এই টেস্টে সবুজ পিচ করেও ইশান্তের দুরন্ত বোলিংয়ের সামনে কম্পমান হয়ে গিয়েছেন ইংরেজরা। সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি তারা যে আর করবে না তা একরকম নিশ্চিত। কিন্তু ব্যাটিং পিচ বা স্পিনিং ট্র্যাক বানালেও তো মুশকিল রয়েছে কুকের দলের জন্য। কারণ, ভারতীয়রা বরাবরই স্পিন বোলিং ভালো খেলে। আর ব্যাটিং পিচে খেলা হলে ভারতীয় দলে যে তারকা ব্যাটসম্যানরা রয়েছেন তাঁরা তো রানের ফুলঝুরি তুলবেন। ভারতীয়দের জন্য এই টেস্টে সবচেয়ে হতাশার বিষয় হল সহঅধিনায়ক তথা এই মুহূর্তে দেশের অন্যতম সেরা প্রতিভা বিরাট কোহলির ফর্মে না থাকা। এই সিরিজের প্রথম দুটি টেস্টেই অত্যন্ত খারাপ ব্যাট করেছেন কোহলি। যদি তৃতীয় টেস্টে ন্যাড়া পিচ তৈরি করে ইংল্যান্ড তাহলে কিন্তু ফর্মে ফিরতেই পারেন বিরাট। কে না জানে, একবার যদি বিরাটের ব্যাটে রান আসতে শুরু করে তবে সেঞ্চুরি আর ডবল সেঞ্চুরির বন্যা বয়ে যেতে পারে। অধিনায়ক ধোনি নিজেও সেই অভিমত পোষণ করেছেন। তিনি পরিষ্কার বলেছেন, 'বিরাট কোহলির ফর্ম শুধুমাত্র ফেরার অপেক্ষা। যে কোনও দিন ওর ব্যাট গর্জে উঠতে পারে।' শিখর ধাওয়ানের রান না পাওয়াও ভারতীয় দলের জন্য বড় সমস্যার কারণ হতে চলেছে। কারণ, শিখর যদি শুরুতেই আউট হয়ে যান তবে কিছুটা চাপে পড়ে যায় টিম ইন্ডিয়া। এই জায়গাটা মেরামতের দিকেও নজর রয়েছে মহেন্দ্র সিং ধোনির। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে মাহি দলে শিখর ধাওয়ানকে বাদ দেবেন না জয়ী টেস্টের দল ধরে রাখবেন সেটাও এখন দেখার অপেক্ষা।

১৯৮৬ সালে কপিলদেবের নেতৃত্বে লর্ডস টেস্ট জয় এবং পুরো সিরিজে বিজয় পতাকা তুলেছিল ভারত। সেবারও চেতন শর্মা, অজয় জাদেজা এবং সর্বোপরি অধিনায়ক কপিলদেব তুখোড় ফর্মে ছিলেন। ১৯৮৩-র বিশ্বকাপ জয়ের পর ৮৬তে ইংল্যান্ডের মাটিতে সিরিজ জয় ভারতের বড় প্রাপ্তি হিসেবে আজও চিহ্নিত হয়। কপিলদেবের নেতৃত্ব প্রদানের মধ্যে যে আগ্রাসী মনোভাব ছিল তা এখন খুঁজে পাওয়া যায় মহেন্দ্র সিং ধোনির মধ্যে। কপিলের মতোই ভারতকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন ধোনি। তাঁর আমলে ভারত মিনি বিশ্বকাপ এবং টি-২০ বিশ্বকাপও ঘরে তুলেছে। এবার কপিলের সার্থক অনুগামী হিসেবে লর্ডস টেস্ট জিতে তাঁর সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে গেলেন ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা অধিনায়ক হিসেবে নজির সৃষ্টিকারী ধোনি। এ ব্যাপারে কপিল এবং ধোনির সঙ্গে আরও একজনের নাম সমস্বরে জুড়ে গিয়েছে। তিনি হলেন, ভারতীয় ক্রিকেটের নব জাগরণের অন্যতম কাণ্ডারী সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ভারত অধিনায়ক আজহারউদ্দিন যখন গড়াপেটার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে ক্রিকেট দুনিয়া থেকে নির্বাসিত হন, তখন ভারতীয় দল সন্দেহের বাতাবরণে আক্রান্ত হয়েছিল। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে খারাপ নজরে দেখতে শুরু করেন।

সন্দেহের জালে আবৃত ছিল পুরো ভারতীয় দল। এই প্রেক্ষিতে দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়ে এক ঝাঁক নতুন ছেলেদের নিয়ে নয়া দল গড়ে তোলেন সৌরভ। টিম ইন্ডিয়ার সার্থক রূপকার তিনিই। তাঁর আমলেই সারা বিশ্বে বন্দিত হতে থাকে ভারতীয়রা। বিদেশের মাটিতে যে জেতা যায় তা পুরো দলের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন সৌরভ। এই লর্ডসের মাটিতেই ন্যাটওয়েস্ট ট্রফির ফাইনাল ছিল সেদিন। আয়োজক দেশ ইংল্যান্ডকে হারিয়ে কাপ জেতার পর সৌরভের সেই উল্লাসের ছবি আজও ক্রিকেট ভক্তদের হৃদয়ের মণিকোঠায় সংরক্ষিত রয়েছে। জামা খুলে, আদুল গায়ে সৌরভের অসংখ্য মাদুলি সম্বলিত শরীর আজও ক্রিকেটের এক বড় বিজ্ঞাপন। ইংরেজ বধের প্রকৃত অভিব্যক্তি বোধহয় একেই বলে। এবারে ধোনির নেতৃত্বে ভারতীয় দলের লর্ডস টেস্ট জেতার পর কপিল-সৌরভ-ধোনি এক সরণিতে চলে এসেছেন। বলা যেতে পারে ভারতীয় ক্রিকেটের এই ত্র্যহস্পর্শে দুমড়ে গেল ইংরেজদের যাবতীয় স্পর্ধা এবং আধিপত্য।

মনের খেয়াল

বিশ্বক মল্লিক, ক্লাস ওয়ান, বিবেকানন্দ মিশন স্কুল, জোকা

ক্ষুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

ম্যাজিক মোমেন্ট

ভারতের গর্ব গণপতি চক্রবর্তী

শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায় (জাদুকর)

ভারতের হুডিনি ছিলেন গণপতি চক্রবর্তী। তাঁকে বড় একটা কাঠের বাক্সে হাত-পা পিছ মোড়া করে লোহার শেকল ও পুলিশের হাতকড়া পরিয়ে থলেতে পুরে মুখ বন্ধ করে দিল। তারপর কাঠের বাক্সে তালাবন্ধ করে দিয়ে সামনে একটা বড় পর্দা আড়াল করার সঙ্গে সঙ্গেই পর্দা ভেদ করে দু'খানা হাত বেরিয়ে এসে ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন। হাত দুটি সরে যেতেই পর্দাও সরিয়ে দেওয়া হল। দেখা গেল বাক্স যেমন বন্ধ ছিল তেমনই রয়েছে।

এবার বাক্সের ওপর তবলা রাখা হল। এবার আবার পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের ফরমায়েশ মতো তবলার বোল বাজতে লাগল, ভুতুড়ে ব্যাপার! পর্দা সরে গেল। আগের মতোই সব ঠিক রয়েছে।

আবার পর্দার আবরণ, সঙ্গে সঙ্গে জাদুকর গণপতি নিজেই বেরিয়ে এলেন। দর্শকদের কাছ থেকে ঘড়ি, চশমা ও রুমাল চেয়ে নিয়ে সবার সামনে পরে নিলেন। যাতে ঠিক মতো শনাক্ত করা যায়। আবার পর্দা। পরক্ষণেই তা সরিয়ে দেওয়া হল। জাদুকর নেই।

এবার দর্শকরা যাঁরা তাঁকে বেঁধে বাক্সে তালা দিয়েছিলেন, উঠে এসে সবকিছু পরীক্ষা করে তাঁকে বাস্ক থেকে বার করার পর দেখা গেল, দর্শকদের দেওয়া ঘড়ি, চশমা ও রুমাল যেমন পরে ভেতরে ঢুকেছিলেন সবই একইরকম আছে। হুডিনির আবিস্কৃত ইলিউশন বক্স খেলাটি এইভাবেই দেখিয়ে গণপতি চক্রবর্তী ভারতবর্ষের জাদু ইতিহাসে শাশ্বত ঠাঁই করে নিয়েছেন।

জেনে রেখো

২৭ জুলাই, ১৯৩১

শহীদ কানাইলাল ভট্টাচার্য-এর মৃত্যুদিন। ১৯৩১-এ ২৬ জুলাই লক্ষ্যভেদ পরীক্ষায় সফল হয়ে ২৭ জুলাই-এর দুপুরে কয়েকটা মাত্র গুলির সাহায্যে গাবিল সাহেবকে হত্যা করলেন কানাইলাল। দীনেশ গুপ্ত'র ফাঁসির প্রতিশোধ নিয়ে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন এই বীরযোদ্ধা।

২৯ জুলাই, ১৮৯১

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর মৃত্যুদিন।
বাংলার শ্রেষ্ঠ মহামণীষী, বিধবা-বিবাহ আইন লিপিবদ্ধ হয়েছিল তাঁর এই কর্মকুশল আন্দোলনের ফলে। দেশের শিক্ষা সম্প্রসারণে তাঁর ভূমিকা অসীম।

২৯ জুলাই, ১৮৯০

দেশভক্ত ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন-এর জন্মদিন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেনের লেখা Eighteen Fiftyseven গ্রন্থটি সিপাহী বিদ্রোহের উপর সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়।

৩০ জুলাই, ১৯৪৩

বিপ্লবী গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মৃত্যুদিন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় কারারুদ্ধ হন, কারামুক্তির পর তিনি গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

৩১ জুলাই, ১৯৩৯

দেশভক্ত সুবোধ মজুমদার-এর মৃত্যুদিন। ঢাকা বিক্রমপুরের বিশিষ্ট নেতা। গান্ধিজীর আহ্বানে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন।

৩১ জুলাই, ১৯৪১

দেশভক্ত ডাঃ আশুতোষ দাশ-এর মৃত্যুদিন। হুগলির বিশিষ্ট সমাজসেবী ও বিপ্লবী নেতা।

১ আগস্ট, ১৯৭৯

বিপ্লবী মণীন্দ্রকিশোর রায়ের মৃত্যুদিন। ঢাকা শহরের শান্তিসংঘ নামক সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন।

ধাঁধা

হাত আছে মাথা নাই
পেট আছে নাড়িভুড়ি নাই।
দুর্গাদাস সরকার

গত সংখ্যার উত্তর ঝিঙা, উত্তরদাতার নাম অঙ্কিতা নস্কর, মল্লিকপুর

*উত্তর পাঠাও এসএমএস পরিষেবার মাধ্যমে **9038640030** এই নম্বরে। প্রথম সঠিক উত্তরদাতা পাবে আকর্ষণীয় পুরস্কার। উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ: ০১.০৮.১৪ তারিখের মধ্যে। নাম, ঠিকানা ও বয়স অবশ্যই লিখবে।*

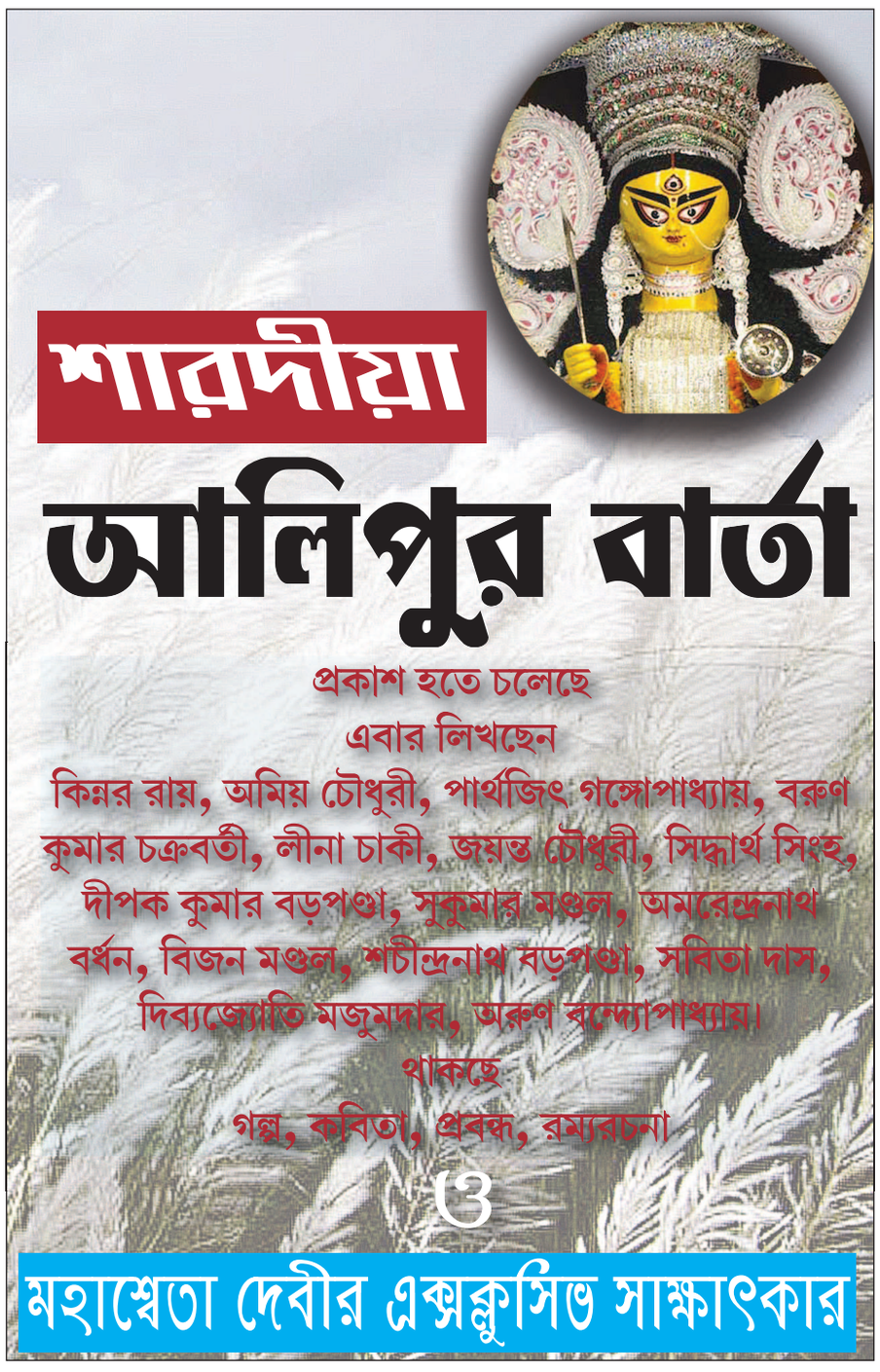

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রকঃ** সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক ঃ** ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক ঃ** কুণাল মালিক।